

আসুন, তিরুক্কুড়ল্ শিখি

Thirukkural Payilvom

(Bengali)



Kashi Tamil Sangamam 5.0

"Thirukkural Payilvom – Thirukkural Abhyas Karen"

Translator

Dr. Shibnath Dutta



केंद्रीय शास्त्रीय तमिळ् संस्थान, चेन्नै

2026

সূচি

অধ্যায় 1—কাশী ও তামিলনাড়ু 03

অধ্যায় 2—তিরুভল্লুভর্-এর জীবনেতিহাস 06

অধ্যায় 3— তিরুক্কুড়ল্-এর গঠন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য 09

অধ্যায় 4—ভাষ্যকার এবং তিরুক্কুড়ল্-এর প্রকাশনার ইতিহাস 13

অধ্যায় 5—সর্বজনীন শাস্ত্র ভল্লুভম্ 14

5.1. তিরুক্কুড়ল্-এ প্রেম ও নৈতিকতা 14

5.2. তিরুক্কুড়ল্-এ অতিথি আপ্যায়ন 18

5.3. তিরুক্কুড়ল্-এ সকল জীবের প্রতি করুণা 20

5.4. তিরুক্কুড়ল্-এ ত্যাগ 23

5.5. তিরুক্কুড়ল্-এ ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা 24

5.6. তিরুক্কুড়ল্-এ আত্মবিশ্বাসের ভাবনা 25

5.7. তিরুক্কুড়ল্-এ শিক্ষা 27

5.8. তিরুক্কুড়ল্-এ নেতৃত্বের গুণাবলি 28

5.9. তিরুক্কুড়ল্-এ শারীরিক স্বাস্থ্য 30

5.10. তিরুক্কুড়ল্-এ চিকিৎসা-নৈতিকতা 31

5.11. তিরুক্কুড়ল্-এ মানসিক সুস্থতা 32

5.12. তিরুক্কুড়ল্-এ মানবিকতা 33

5.13. তিরুক্কুড়ল্-এ সামাজিক সম্প্রীতি 35

5.14. তিরুক্কুড়ল্-এ বন্ধুত্ব 36

5.15. তিরুক্কুড়ল্-এ শাসনব্যবস্থা 37

5.16. তিরুক্কুড়ল্-এ প্রশাসনিক দক্ষতা 38

5.17. তিরুক্কুড়ল্-এ অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা 39

5.18. তিরুক্কুড়ল্-এ কৃষি 40

5.19. তিরুক্কুড়ল্-এ পরিবেশ 41

5.20. তিরুক্কুড়ল্-এ পারিবারিক নৈতিকতা 43

5.21. তিরুক্কুড়ল্-এ নারী 44

5.22. তিরুক্কুড়ল্-এ ব্যবস্থাপনা 45

5.23. বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় তিরুক্কুড়ল্ 47

অধ্যায় 6—কুড়ল্-রত্নের মালা 48

অধ্যায় 1—কাশী ও তামিলনাড়ু

কাশী ও তামিলনাড়ুর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে এক গভীর সংযোগ গড়ে উঠেছে। ধ্রুপদি তামিল সাহিত্যের বিভিন্ন রচনায় কাশী, অর্থাৎ বারাণসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কলিত্তোগৈ, শিলপ্পদিগারম্, মণিমেগলৈ, নীলকেশী, সূলামণি, পেরুঙ্গদৈ, ভিল্লিভারতম্, তেভারম্, পেরিয় পুরাণম্, নালায়ির দিব্য প্রবন্ধম্, তিরুপুগল্, শিবভোগসারম্, তিরুভিলৈয়াডড়্ পুরাণম, কাঞ্জি পুরাণম্, শিবজ্ঞান পালৈয় স্বামীগল্ কলম্বগম্, তিরুভরুট্পা, বীরপাণ্ডিয় কাট্টবোম্মন্-এর গাথা, ভারতীয়ারের কবিতা এবং কবিমণির মলরুম্ মালৈয়ুম্ ইত্যাদি বহু রচনার কথা এ-প্রসঙ্গে উঠে আসে। শিলালিপি ও তাম্রলিপিও তার প্রমাণ বহন করে। কেবল কাশীকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, যেমন— কাশী কলম্বকম্, কাশী তুণ্ডি ভিনায়গর্ পদিগম্, কাশী কাণ্ডম্, কাশী রহস্যম্, কাশী যাত্রাই, কাশী মাহাত্ম্যম্ (সিংহধ্বজের কাহিনি), কাশী বিশ্বনাথ শতকম্ এবং শ্রী কাশী যাত্রা দীপম্। এই সাহিত্যকর্মগুলি প্রমাণ করে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কাশী ও তামিলনাড়ু পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক বিভিন্ন উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাশী তামিল সম্মেলনের আয়োজন করে। এর অন্যতম লক্ষ্য হল দুই অঞ্চলের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে নতুন করে আবিষ্কার করা, তাদের জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যকে একই মঞ্চে নিয়ে আসা এবং পারস্পরিক সংযোগগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরা। পাশাপাশি, দীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরা এবং ‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’ ভাবনার মাধ্যমে জাতীয় সংহতিকে আরও শক্তিশালী করাও এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য। এছাড়া জ্ঞান বিনিময়কে উৎসাহিত করা, সারা দেশে তামিল ভাষা ও তার ধ্রুপদি সাহিত্যকে পরিচিত করে তোলা, তরুণ প্রজন্মকে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা এবং প্রযুক্তির সাহায্যে ভারতীয় ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও নিবিড় করাও এই কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

আগের চারটি সম্মেলনে কাশী ও তামিলনাড়ুর সম্পর্ক, জ্ঞানভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রসার, ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরায় ঋষি অগস্ত্যের অবদান এবং ‘তামিল কার্কালাম্’—অর্থাৎ ‘আমরা তামিল শিখতে পারি’—এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে ২০২৬ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কাশী তামিল সঙ্গমম্ ৫.০, যার মূল বিষয়—‘আসুন, তিরুক্কুড়ল্ শিখি’।

কাশী ও তামিলনাড়ু: ইতিহাসের যোগসূত্র

একদিকে গঙ্গার তীরে কাশী, অন্যদিকে ভৈগৈ ও কাবেরী নদীর তীরে তামিলনাড়ু। উভয় অঞ্চলই ভারতের প্রাচীনতম জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলির অন্যতম। বহু শতাব্দী ধরে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে যে

সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক নীচে তুলে ধরা হল:

- **কুমারগুরুবরর্ (সপ্তদশ শতাব্দী):** তিনি ধর্মপুরম আদীনমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাশীতে কুমারস্বামী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কেদার ঘাটে কেদারেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর রচিত কাশী কলম্বকম্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশীতেই তিনি পরলোকগমন করেন।
- **মহান কবি ভারতীয়ার্:** ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত তিনি কাশীর হনুমান ঘাটে বসবাস করেছিলেন। তাঁর বসবাসের বাড়িটি সংস্কার করে 'ভারতী ইল্লম্' নামে ২০২২ সালের ১১ ডিসেম্বর জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। তাঁর একটি পঙ্‌ক্তিতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মেলবন্ধনের স্বপ্ন ফুটে উঠেছে— "এমন একটি যন্ত্র তৈরি করি, যার সাহায্যে কাশীর কবিদের কণ্ঠস্বর কাঞ্চিতে শোনা যায়।"
- **তেনকাশী ও শিবকাশী:** 'দক্ষিণের কাশী' নামটিই এই দুই অঞ্চলের সঙ্গে কাশীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। এখানকার মন্দিরগুলির সঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দীর পাণ্ড্য রাজা পরাক্রম পাণ্ডিয়ানের নাম যুক্ত। তেনকাশির পাণ্ড্য বংশের অধিবংশীয় রাজা আদিবীর রাম পাণ্ডিয়ান কাশী কাণ্ডম্ রচনা করেন।
- **"সব জলই গঙ্গা, সমস্ত ভূমিই কাশী":** ২০২৩ সালের সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী পাণ্ড্য ঐতিহ্য থেকে নেওয়া এই কথাটি উদ্ধৃত করেছিলেন।
- **কাশী-রামেশ্বরম তীর্থযাত্রা:** বহুদিন ধরেই প্রচলিত বিশ্বাস হল, রামেশ্বরম দর্শন না করলে কাশীযাত্রা সম্পূর্ণ হয় না। আজও তামিল বিবাহের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে 'কাশীযাত্রা' একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি।
- **শিক্ষার সেতুবন্ধন:** ২০২১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কবি ভারতীয়ারের শততম মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সুব্রহ্মণ্য ভারতী চেয়ার ফর তামিল স্টাডিজ' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন।

কাশী তামিল সম্মেলনের পথচলা

কাশী তামিল সঙ্গমম্ ১.০ — প্রথম সম্মেলনের বিষয় ছিল 'কাশী ও তামিলনাড়ুর মধ্যে সম্পর্ক'। ২০২২ সালের ১৬ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

কাশী তামিল সঙ্গমম্ ২.০ — 'জ্ঞানভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করা' ছিল দ্বিতীয় সম্মেলনের মূল বিষয়। ২০২৩ সালের ১৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বারাণসীর নমো ঘাটে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

কাশী তামিল সঙ্গমম্ ৩.০ — ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরায় ঋষি অগস্ত্যের অবদানকে কেন্দ্র করে ২০২৫ সালের ১৫ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি বারাণসীর নমো ঘাটে তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কাশী তামিল সঙ্গমম্ ৪.০ — 'তামিল কড়্কলাম্' বা 'আমরা তামিল শিখতে পারি' ছিল চতুর্থ সম্মেলনের বিষয়। ২০২৫ সালের ২ থেকে ১৫ ডিসেম্বর বারাণসীর নমো ঘাটে এই অনুষ্ঠান হয়। এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান ২০২৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে অনুষ্ঠিত হয়।

কাশী তামিল সঙ্গমম্ ৫.০ — 'আসুন, তিরুক্কুড়ল্ শিখি' বিষয়কে সামনে রেখে ২০২৬ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর নমো ঘাটে পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

সারা দেশের ১,০০০টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন করে শিক্ষার্থী—অর্থাৎ মোট ১,০০০ জন শিক্ষার্থী—নির্বাচিত হবেন। তাঁরা নিজেদের মাতৃভাষায় তিরুক্কুড়ল্ শিখবেন এবং পরে নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে অন্যদের মধ্যেও সেই জ্ঞান ছড়িয়ে দেবেন।

তিরুক্কুড়ল্-এ কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম, রাজা বা দেশের নাম উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবত সেই কারণেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অঞ্চলের মানুষ এই গ্রন্থকে নিজেদের ঐতিহ্যের অংশ বলে মনে করেন। সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ক্লাসিক্যাল তামিল ইতিমধ্যে গ্রন্থটির ৩৫টি অনুবাদ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটির বহুভাষিক অ্যাপেও সংবিধানের অষ্টম তফসিলে উল্লিখিত ২২টি ভাষায় তিরুক্কুড়ল্ পাওয়া যায়। ফলে কাশ্মীরের একজন শিক্ষার্থী এবং কন্যাকুমারীর একজন শিক্ষার্থী একই দিনে নিজেদের মাতৃভাষায় একই কুড়ল্ পড়তে ও তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন। ভাষার বৈচিত্র্যের মধ্যেও এভাবেই তিরুক্কুড়ল্ মানুষের মধ্যে একতার বন্ধন গড়ে তোলে।

অধ্যায় 2—তিরুভল্লুভর্-এর জীবনেতিহাস

তিরুভল্লুভর্ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে আমরা একটিই বিষয় জানি—তিনি আমাদের জন্য ১,৩৩০টি কুড়ল্ রেখে গিয়েছেন। তাঁর জন্ম, পরিবার ও পেশা সম্পর্কে প্রচলিত অধিকাংশ কথাই পরবর্তীকালের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত কিংবদন্তি। তা সত্ত্বেও, তাঁর রচিত গ্রন্থ থেকেই লেখকের জীবনদর্শন ও ব্যক্তিত্বের একটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

নাম ও সম্মানসূচক উপাধি

'ভল্লুভর্' নামের সঙ্গে সম্মানসূচক 'তিরু' যুক্ত হয়ে 'তিরুভল্লুভর্' নামটি গঠিত হয়েছে। ঐতিহ্য অনুসারে, তাঁর আরও অনেক সম্মানসূচক নাম রয়েছে। সেগুলি হল— **নায়নার্, দেবর্, দৈব পুলভর্, মুদড়ুপাভলর্, নান্মুগনার্, মদনুভঙ্গি, সেন্নাপ্পোদার্, পেরুনাভলর্ এবং পোয়্যিল্ পুলভর্।** এই নামগুলি তামিল সমাজে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পরিচয় বহন করে।

কালনির্ণয় সম্পর্কে গবেষকদের মতামত

পণ্ডিতেরা তিরুক্কুড়ল্ রচনার সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অনুমান অনুসারে, গ্রন্থটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যে রচিত হতে পারে। চেক পণ্ডিত কামিল জভেলেবিল গ্রন্থটির রচনাকাল ৪৫০–৫০০ খ্রিস্টাব্দ বলে নির্ধারণ করেছেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-তে ষষ্ঠ শতকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; পাশাপাশি কিছু গবেষক এর রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক বলে মনে করেন। তামিল ঐতিহ্য অনুসারে, ভল্লুভর্-এর সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৩১ অব্দ। মড়ৈমলৈ অডিগল্ প্রস্তাবিত এই কালগণনার ভিত্তিতে তামিলনাড়ু সরকার ১৯৭১ সালে সরকারি গেজেটে 'তিরুভল্লুভর্ বর্ষপঞ্জি' প্রকাশ করে এবং ১৯৭২ সাল থেকে তার ব্যবহার শুরু হয়। তিরুভল্লুভর্ বর্ষ নির্ণয়ের সূত্র হল— তিরুভল্লুভর্ বর্ষ = খ্রিস্টীয় বর্ষ + ৩১। এই হিসাব অনুযায়ী, ২০২৬ সালের তৈ [মাঘ] মাস থেকে তিরুভল্লুভর্ বর্ষ হল ২০৫৭।

পরম্পরাগত কাহিনি

- পরবর্তীকালের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন পদ্য ও মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে তিরুভল্লুভর্ সম্পর্কে কয়েকটি কাহিনি প্রচলিত হয়েছে। এগুলির পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে এই কাহিনিগুলি মানুষের মনে তাঁর জীবন্ত উপস্থিতির পরিচয় দেয়।
- একটি বহুল প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে, তিরুভল্লুভর্ চেন্নাইয়ের ময়িলাপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তাঁর নামে একটি মন্দিরও রয়েছে।
- প্রচলিত কাহিনি অনুসারে, তিনি ছিলেন একজন তাঁতি এবং তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল বাসুকি। একটি কাহিনিতে বলা হয়, বাসুকি কুয়ো থেকে জল তোলার জন্য দড়ি ব্যবহার

করছিলেন। সেই সময় স্বামী তাঁকে ডাকতেই তিনি দড়িটি ছেড়ে দেন। দড়ি ছেড়ে দেওয়ার পরেও তিনি স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা করেননি—এই কাহিনিটি দাম্পত্য জীবনের ভালোবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

- অন্য একটি কাহিনি অনুসারে, মাদুরাইয়ের তামিল সঙ্গমে তিরুক্কুড়ল্ উপস্থাপন করা হলে সঙ্গমের পাটাতনটি কেবল কুড়ল্ গ্রন্থটির জন্যই স্থান করে দিয়েছিল। এই কাহিনির মাধ্যমে গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বোঝানো হয়েছে।
- তিরুক্কুড়ল্-এর প্রশংসায় রচিত ৫৫টি ভেণ্বা পদ্যের সংকলনটির নাম **তিরুভল্লুভমালৈ**। এই সংকলনে ইডৈক্কাডর্ বলেছেন, একটি সর্ষের দানাকে ছিদ্র করে তার মধ্যে সাতটি সমুদ্র ঢেলে দেওয়া হয়েছে। ঔভৈয়ার্ এই ভাবনাকে আরও সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর উপমা অনুসারে, কুড়ল্ একটি পরমাণুকে ছিদ্র করে তার মধ্যে সাতটি সমুদ্র ঢুকিয়ে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে ধারণ করেছে। এর অর্থ হল, গ্রন্থটির আকার অত্যন্ত ছোট হলেও তার অর্থ ও ভাবের গভীরতা অসীম।

গ্রন্থে প্রতিফলিত লেখকের পরিচয়

ভল্লুভর্ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। তাঁর রচনায় নৈতিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, চিকিৎসা ও প্রেমের মতো বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। তিনি মানুষের জন্মপরিচয়ের পরিবর্তে তার কাজ ও আচরণের ভিত্তিতে তাকে বিচার করেছেন। এই কারণেই জৈন, বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণব—বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের অনুসারীরা তিরুভল্লুভর্-কে নিজেদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন। এই সম্মিলিত দাবি তাঁর সর্বজনীনতারই একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচায়ক। ধ্রুপদি সাহিত্য ও দর্শনের পণ্ডিতেরা তাঁকে ভারতের অভিন্ন নৈতিক ঐতিহ্যের অন্যতম কণ্ঠস্বর হিসেবে বিবেচনা করেন।

স্মৃতিসৌধ ও স্মরণোৎসব

- **তিরুভল্লুভর্ দিবস:** তাই মাসের দ্বিতীয় দিনে, পোঙ্গল উৎসবের সময়, তিরুভল্লুভর্ দিবস পালিত হয়।
- **ভল্লুভর্ কোট্টম, চেন্নাই:** ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতি শ্রীফখরুদ্দিন আলি আহমেদ এটি উদ্বোধন করেন। ভি. গণপতি স্থপতি এর নকশা নির্মাণ করেন। এখানে পাথরের গায়ে তিরুক্কুড়ল্-এর ১,৩৩০টি কুড়ল্ খোদাই করা রয়েছে। ২০২৫ সালের ২১ জুন সংস্কারের পর এটি পুনরায় খুলে দেওয়া হয়।
- **ভল্লুভর্-এর মূর্তি:** কন্যাকুমারীতে তিরুভল্লুভর্-এর ১৩৩ ফুট উচ্চ একটি মূর্তি রয়েছে। এর ১৩৩ ফুট উচ্চতা তিরুক্কুড়ল্-এর ১৩৩টি অধ্যায়ের প্রতীক। মূর্তিটির ৩৮ ফুট উঁচু

বেদি ‘অড়ম্’ বা নৈতিকতা-বিষয়ক অংশের ৩৮টি অধ্যায়কে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, ৯৫ ফুট উচ্চ মূর্তিটি ‘পোরুল্’ বা অর্থ-সম্পদ এবং ‘ইনবম্’ বা প্রেম-বিষয়ক অংশের মোট ৯৫টি অধ্যায়ের প্রতীক। ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি মূর্তিটি উদ্বোধন করা হয়। ২০০৪ সালের সুনামিতেও মূর্তিটি অক্ষত ছিল। মূর্তিটির রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ২০২৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর ৭৭ মিটার দীর্ঘ একটি কাচের সেতু উদ্বোধন করা হয়, যা তিরুভল্লুভর্-এর মূর্তিকে বিবেকানন্দ রকের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই মূর্তিটি ‘জ্ঞানের মূর্তি’ নামেও পরিচিত।

অধ্যায় 3—তিরুক্কুড়ল্-এর গঠন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

তিরুক্কুড়ল্-এ মোট ১,৩৩০টি কুড়ল্ রয়েছে। এগুলিকে দশটি করে কুড়ল্ নিয়ে ১৩৩টি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। এই তিনটি ভাগ হল— অড়ম্ (নৈতিকতা), পোরুল্ (অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্রপরিচালনা) এবং ইনবম্ (প্রেম ও আনন্দ)। প্রতিটি কুড়ল্ 'কুড়ল্ ভেণ্বা' ছন্দে রচিত। প্রতিটি পদ্যে দুটি পঙ্ক্তি এবং মোট সাতটি ছন্দোবিভাগ বা 'সীর্' আছে।

তিনটি ভাগের গঠন

তিনটি ভাগ বা মুপ্পাল্: ১৩৩টি অধ্যায়, ১,৩৩০টি কুড়ল্।

(অধ্যায়ের সংখ্যা পরিমেললগর্-এর ভাষ্য অনুসারে দেওয়া হয়েছে।)

অড়ত্তুপ্পাল্ (নৈতিকতা)	পোরুট্পাল্ (অর্থ-সম্পদ)	কামত্তুপ্পাল্ (প্রেম)
৩৮টি অধ্যায় (১–৩৮), ৩৮০টি কুড়ল্ ভূমিকা: ৪টি অধ্যায়; গার্হস্থ্যজীবন: ২০টি অধ্যায়; সন্ন্যাসজীবন: ১৩টি অধ্যায়; নিয়তি: ১টি অধ্যায়	৭০টি অধ্যায় (৩৯–১০৮), ৭০০টি কুড়ল্ শাসন: ২৫টি অধ্যায়; রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ: ৩২টি অধ্যায়; বিবিধ বিষয়: ১৩টি অধ্যায়	২৫টি অধ্যায় (১০৯–১৩৩), ২৫০টি কুড়ল্ গোপন প্রেম: ৭টি অধ্যায়; বিবাহিত জীবনের প্রেম: ১৮টি অধ্যায়

অড়ম্ বা নৈতিকতা — ৩৮টি অধ্যায়

অড়ম্-বিষয়ক অংশে মানুষের অন্তর্জীবন ও পারিবারিক জীবনের আলোচনা রয়েছে।

- **ভূমিকা (১–৪):** ঈশ্বরের স্তুতি, বৃষ্টির মাহাত্ম্য, সন্ন্যাসীদের মহত্ত্ব এবং নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরের প্রশংসার পরেই বৃষ্টির জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রাখা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ভল্লুভর্ বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রকৃতিই জীবনের মূল ভিত্তি।
- **গার্হস্থ্য জীবন (৫–২৪):** এই অংশে গার্হস্থ্য জীবনের গুরুত্ব, স্ত্রীর মহত্ত্ব, সন্তানের প্রাপ্তি, ভালোবাসা, অতিথিসেবা, মধুর বাক্য, কৃতজ্ঞতা, নিরপেক্ষতা, সহিষ্ণুতা, সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা, দান এবং যশের মতো বিষয় আলোচিত হয়েছে। ভল্লুভর্ গার্হস্থ্য

জীবনকে সন্ন্যাসজীবনের সমতুল্য মর্যাদা দিয়েছেন; কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি একে আরও উচ্চস্থান দিয়েছেন।

- **সন্ন্যাসজীবন (২৫–৩৭):** এই অংশে করুণা, মাংসভক্ষণ থেকে বিরত থাকা, সত্যবাদিতা, ক্রোধ দমন, অপরের অনিষ্ট না করা, প্রাণীহত্যা না করা, অনিত্যতা, ত্যাগ, সত্য উপলব্ধি এবং কামনা-বাসনা পরিত্যাগের কথা বলা হয়েছে। অহিংসা সম্পর্কিত কুড়ল্-গুলি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পণ্ডিতদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
- **নিয়তি (৩৮):** এই অধ্যায়ে অতীত কর্মের ফল বা নিয়তির কথা বলা হয়েছে, যা মানুষের প্রচেষ্টার সীমার বাইরে থাকতে পারে।

পোরুল্ বা অর্থ-সম্পদ — ৭০টি অধ্যায়

তিরুক্কুড়ল্-এর অর্ধেকেরও বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে পোরুল্-বিষয়ক আলোচনা। এতে রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, বন্ধুত্ব ও সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

- **শাসন (৩৯–৬৩):** শাসকের মর্যাদা, শিক্ষা, শ্রবণ, প্রজ্ঞা, ন্যায়সংগত শাসন, গুপ্তচরব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হতাশ না হওয়ার মতো বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে। শাসকের ব্যক্তিগত গুণাবলি এবং ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা এই অংশের মূল বিষয়।
- **রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ (৬৪–৯৫):** মন্ত্রী, বাক্‌শক্তি, কর্মসম্পাদনে দৃঢ়তা, দূত, দেশ, দুর্গ, সম্পদ অর্জনের উপায়, সেনাবাহিনী, বন্ধুত্ব, শত্রুতা এবং চিকিৎসা—এই বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের গুরুত্ব এখানে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- **বিবিধ বিষয় (৯৬–১০৮):** বংশমর্যাদা, সম্মান, চরিত্রের মহত্ত্ব, সৌজন্য, কৃষিকাজ, দারিদ্র্য, ভিক্ষা এবং নীচতার মতো বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই অংশে নাগরিকদের গুণাবলি ও সামাজিক আচরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইন্‌বম্ বা প্রেম — ২৫টি অধ্যায়

প্রেম-বিষয়ক অংশটি সঙ্গম সাহিত্যের ‘অগম্’ ঐতিহ্য অনুসারে প্রেমের একটি কাব্যিক নাট্যরূপ। এখানে নায়ক, নায়িকা এবং নায়িকার সখীর বক্তব্যের মাধ্যমে প্রেমের নানা অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে চরিত্রগুলিকে ব্যক্তিগত নামে শনাক্ত করা হয় না, সেই তোল্কাপ্পিয়ম্-এর নিয়ম অনুসরণ করে এখানেও কোনো চরিত্রের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এর ফলে এই প্রেমের অভিজ্ঞতা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে।

- **গোপন প্রেম (১০৯–১১৫):** নায়িকার সৌন্দর্যে তার প্রেমিকের অভিভূত হওয়া থেকে শুরু করে প্রেম নিয়ে লোকসমাজে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত নানা বিষয় এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই অংশে বিবাহের আগের প্রেমের কথা তুলে ধরা হয়েছে।
- **বিবাহিত জীবনের প্রেম (১১৬–১৩৩):** প্রিয়জনের বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পারা থেকে শুরু করে প্রেমিক-প্রেমিকার মান-অভিমান ও মিলনের আনন্দ পর্যন্ত নানা অনুভূতির বর্ণনা রয়েছে। বিবাহিত দম্পতির বিচ্ছেদ, আকুলতা, অভিমান ও পুনর্মিলন এই অংশের মূল বিষয়।

ভল্লুভর্-এর দৃষ্টিতে, অনৈতিক সম্পদ, সম্পদহীন গার্হস্থ্যজীবন এবং প্রেমহীন আনন্দ—সবই অসম্পূর্ণ। ভল্লুভম্ মানবজীবনের চারটি পুরুষার্থের কথা বলে: অড়ম্ (নৈতিকতা), পোরুল্ (অর্থ-সম্পদ), ইনবম্ (আনন্দ) এবং ভিড়ু (মুক্তি)। ভল্লুভর্ প্রথম তিনটি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। মুক্তির ধারণা তিনি সন্ন্যাসজীবন ও সত্য উপলব্ধি-সংক্রান্ত অধ্যায়ের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই অভিন্ন কাঠামোর কারণেই ভারতের যে-কোনো অঞ্চলের পাঠকের কাছে তিরুক্কুড়ল্-এর ভাবনা পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

কুড়ল্-এর ছন্দ

ভেণ্বা ছন্দ

পঙ্‌ক্তি: প্রতিটি কুড়ল্-এ দুটি পঙ্‌ক্তি থাকে। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে চারটি এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে তিনটি ছন্দোবিভাগ থাকে। অর্থাৎ মোট সাতটি ছন্দোবিভাগ।

সংযোগ: এখানে ভেণ্বা ছন্দের নিয়ম অনুসরণ করা হয়। শেষ ছন্দোবিভাগটি ‘নাল্’, ‘মলর্’, ‘কাশু’ অথবা ‘পিরপ্পু’ নামক নির্দিষ্ট ছন্দরূপগুলির কোনো একটিতে শেষ হয়।

পদবিভাজন — কুড়ল্ ১: অগর | মুদল | এলুত্তেল্লাম্ | আদি
ভগবন্ | মুদট্রে | উলগু।

কুড়ল্-এর সংক্ষিপ্ততাই তার অন্যতম শক্তি। ঔভৈয়ার্-এর উপমা অনুসারে, তা যেন একটি পরমাণুকে ছিদ্র করে তার মধ্যে সাতটি সমুদ্রকে ধারণ করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত রূপ সহজে মনে রাখা যায়, অনুবাদ করা যায় এবং বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমেও সহজে ভাগ করে নেওয়া যায়।

তিরুক্কুড়ল্-এর বিশেষ নাম

মুপ্পাল্, উত্তরবেদম্, দৈব নূল্, পোয়্য়ামোলি, বায়ুরৈ ভাল্ত্তু এবং পোদুমড়ৈ—এই নামগুলিও তিরুক্কুড়ল্-এর বিশেষ পরিচিতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ‘পোদুমড়ৈ’ অর্থ সর্বজনীন ধর্মগ্রন্থ বা

সর্বজনীন নীতিগ্রন্থ। গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর মধ্যেই এই নামের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। ফরাসি অনুবাদক ই. এস. আরিয়েল-এর বক্তব্য অনুসারে, ভল্লুভর্ জাতি, জনগোষ্ঠী কিংবা ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশে কথা বলেছেন।

অধ্যায় 4—ভাষ্যকার এবং তিরুক্কুড়ল্-এর প্রকাশনার ইতিহাস

দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে দশজন ভাষ্যকার তিরুক্কুড়ল্-এর ভাষ্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের নাম হল— ধরুমর্, মণক্কুডবর্, তামত্তর্, নচ্চর্, পরিদিয়ার্, পরিমেললগর্, তিরুমলৈয়ার্, মল্লর্, পরিপ্পেরুমাল্ এবং কালিঙ্গর্। মণক্কুডভর্, পরিদিয়ার্, কালিঙ্গর্, পরিপ্পেরুমাল্ ও পরিমেললগর্-এর ভাষ্য সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। ধরুমর্, তামত্তর্ ও নচ্চর্-এর ভাষ্য আংশিকভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। অন্যদিকে, তিরুমলৈয়ার্ ও মল্লর্-এর ভাষ্য বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। এই ভাষ্য রচনার ঐতিহ্যই বহু শতাব্দী ধরে তিরুক্কুড়ল্-কে সংরক্ষণ করেছে এবং বর্তমান প্রজন্মের হাতে পৌঁছে দিয়েছে।

আধুনিক ভাষ্য

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে কবিরাজ পণ্ডিতর্, উ. ভে. স্বামীনাথ আইয়ার্, কে. ভডিভেলু চেট্টিয়ার্, অয়োত্তিদাসর্, ভি. ও. চিদম্বরনার্, তিরু. ভি. ক., নামক্কল্ কবিঞর্, ভারতীদাসন্ এবং অন্যান্য পণ্ডিত তিরুক্কুড়ল্-এর ভাষ্য রচনা করেন। সহজ ভাষায় ব্যাখ্যামূলক ভাষ্য রচনার ধারাটি ১৯৪৯ সালে এম. ভরতরাজনার্-এর 'তিরুক্কুড়ল্ তেলিভুরৈ' গ্রন্থের মাধ্যমে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সময়েও তিরুক্কুড়ল্-এর নতুন নতুন ভাষ্য রচিত হচ্ছে।

তালপাতার পুঁথি থেকে মুদ্রিত গ্রন্থ

বহু শতাব্দী ধরে তালপাতার পুঁথিতে তিরুক্কুড়ল্ অনুলিপি করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ১৮১২ সালে তাঞ্জাভুরের জ্ঞানপ্রকাশর্ নালডিয়ার্ ও তিরুভল্লুভমালৈ-এর সঙ্গে তিরুক্কুড়ল্-এর প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এরপর থেকে গ্রন্থটির শত শত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

ডিজিটাল যুগে তিরুক্কুড়ল্

বর্তমানে সম্পূর্ণ তিরুক্কুড়ল্ ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনে সহজেই পাওয়া যায়। বহুভাষিক অ্যাপ, অডিওবুক এবং ডিজিটাল সংস্করণের মাধ্যমে এই প্রাচীন গ্রন্থটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

অধ্যায় 5—সর্বজনীন শাস্ত্র ভল্লুভম্

বর্তমান অধ্যায়ে তিরুক্কুড়ল্-এর ১০৮টি অধ্যায়ের মূল ভাবনাগুলিকে ২৩টি শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

5.1. তিরুক্কুড়ল্-এ প্রেম ও নৈতিকতা

তিরুক্কুড়ল্ একটি সর্বজনীন নীতিগ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। এই গ্রন্থে মানুষের জীবনযাপনের কথা রয়েছে, যেখানে মানবজীবনের মৌলিক মূল্যবোধগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য তিরুভল্লুভর্ কেবল মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করবে, তা-ই ব্যাখ্যা করেননি; কোন মানসিকতা নিয়ে জীবনযাপন করা উচিত, সেই বিষয়েও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর চিন্তাধারার কেন্দ্রে রয়েছে ভালোবাসা ও নৈতিকতা। তিরুক্কুড়ল্-এ ভালোবাসা নৈতিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং নৈতিকতা হল ভালোবাসার বাস্তব প্রয়োগ।

ভালোবাসা: মানবজীবনের ভিত্তি

তিরুভল্লুভর্ ভালোবাসাকে নিছক একটি আবেগ হিসেবে দেখেননি। তাঁর কাছে ভালোবাসা এমন একটি মৌলিক গুণ, যা মানুষকে আত্মস্বার্থের সংকীর্ণতা থেকে বের করে বৃহত্তর কল্যাণের পথে নিয়ে যায়:

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. (குறள் 72)

অন্‌পিলার্ এ᳔ল্লাম্ তমক্কুরিয়র্ অন্‌পুটৈয়ার্
এ᳔ন্‌পুম্ উরিয়র্ পির্ক্কু. (কুড়ল্ ৭২)

যারা করে না প্রেম তারা শুধু নিজের জন্য বাঁচবে, যারা করে প্রেম তারা অপরকে সাহায্য করার জন্য নিজের হাড়ও দিয়ে দেবে।

প্রেমহীন মানুষ নিজের স্বার্থকেই জীবনের কেন্দ্রে রাখে। অন্যদিকে, ভালোবাসায় পূর্ণ মানুষ এমন এক মানসিক পরিপক্কতা অর্জন করেন, যার ফলে তিনি অন্যের জন্য আত্মত্যাগ করতেও প্রস্তুত হন। ভালোবাসা সংকীর্ণ 'আমি'-র বোধকে বিস্তৃত 'আমরা'-র বোধে রূপান্তরিত করে। এই ভালোবাসাই পরিবারে স্নেহ, সমাজে করুণা এবং সমগ্র বিশ্বে মানবিকতার রূপ ধারণ করে:

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு. (குறள் 80)

অন্‌পিন্ বয়িয়তু উয়ির্নিলৈ অঃতিলার্ক্কু
এন্‌পুতোল্ পোর্ত্ত উটম্পু।(কুড়ল্ ৮০)

যারা প্রেমের পথে হাঁটে তাদের শরীর জীবান্ত শরীর। যারা প্রেমহীন তাদের শরীর হাড়ের উপরে চামড়া দিয়ে আবৃত খালি শরীর।

বেঁচে থাকার অর্থ কেবল শরীরকে জীবিত রাখা নয়। অন্য জীবের আনন্দ ও দুঃখ অনুভব করার মতো মন থাকলেই জীবন অর্থবহ হয়ে ওঠে। তিরুভল্লুভর্-এর দৃষ্টিতে, ভালোবাসা তাই মানুষের অনেকগুলি গুণের মধ্যে একটি মাত্র গুণ নয়; তা মানবজীবনের প্রাণশক্তি।

ভালোবাসা ও নৈতিকতা

নীচের কুড়ল্-টি ভালোবাসা ও নৈতিকতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে প্রকাশ করে:

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது. (குறள் 45)

அனுபும் அரனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது।(কুড়ল্ ৪৫)

যে একজনের গৃহস্থ্য জীবনে প্রেম এবং পুণ্য আশ্রিত তবে তার ডীবনে গুণ এবং লাভ হবে।

যে গার্হস্থ্যজীবনে ভালোবাসা ও নৈতিকতা রয়েছে, সেই জীবনই যথার্থ গুণসম্পন্ন এবং সার্থক। কোনো পরিবারের মহত্ত্ব তার সম্পদ বা ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না। বরং ভালোবাসা ও নৈতিকতায় পরিপূর্ণ জীবনই কোনো পরিবারকে মহৎ করে তোলে। ভালোবাসা হল মনের অন্তর্গত গুণ, আর নৈতিকতা হল কর্মের মাধ্যমে সেই গুণের প্রকাশ।

যে মানুষ অন্যকে ভালোবাসে, সে সাধারণত অন্য কারও ক্ষতি করতে চায় না। অন্যের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে অনুভব করতে পারলে দান, অতিথিসেবা, অনিষ্ট না করা, প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকা এবং করুণার মতো গুণগুলি আপনাআপনিই গড়ে ওঠে। অতএব, তিরুক্কুড়ল্-এ বর্ণিত নৈতিকতা কোনো বাধ্যবাধকতা থেকে পালন করা আচরণ নয়। তা ভালোবাসা থেকে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত এক জীবনপদ্ধতি। ভল্লুভর্ এই ভাবনাকে আরও গভীরভাবে প্রকাশ করেছেন এইভাবে:

அறத்திற்கே அன்புசார்பு என்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை. (குறள் 76)

அரத்திரூகே அனுபுசார்பு எனுப அரியார்
மரத்திரூகும் அஃதே துணை।

অজ্ঞানী লোক বলে যে শুধুমাত্র ধর্মকে প্রেম সহায় করে, বাস্তবে অধর্মকেও সেইটাই সহায় করে।(কুড়ল্ ৭৬)

ভালোবাসা কেবল কোমলতার পরিচায়ক নয়, বরং তা এমন এক অন্তর্নিহিত শক্তি, যা মানুষকে কর্তব্য পালনে, অন্যের জন্য আত্মত্যাগে এবং ন্যায়ের পক্ষে সাহসের সঙ্গে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে।

নৈতিকতা: নির্মল মন থেকে যার সূচনা

তিরুভল্লুভর্-এর নৈতিকতা-বিষয়ক চিন্তা কেবল বাহ্যিক কাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; এর ভিত্তি মানুষের অন্তর্জীবন। নৈতিকতার সূচনা মানুষের মন থেকেই হয়। তাই তিনি বলেছেন:

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற. (குறள் 34)

মন়ত্তুক্কণ্ মাচিলন়্ আতল্ অন়ৈত্তরন়্
আকুল নীর পির়।(কুড়ল্ ৩৪)

নির্মল মনের মানুষ্যের কর্ম বলা হয় ধর্ম অন্য সব বৃথা আড়ম্বর হয়।

ভল্লুভর্ বলেছেন, কলুষমুক্ত মনই নৈতিকতার ভিত্তি। কোনো কাজ বাইরে থেকে ভালো বলে মনে হলেও তার পেছনে যদি প্রতারণা, ঈর্ষা, লোভ কিংবা খ্যাতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে সেই কাজের নৈতিক মূল্য হ্রাস পায়। অর্থাৎ, নৈতিকতা কেবল মানুষ কী করছে, তার ওপর নির্ভর করে না; কেন সে কাজ করছে, তার ওপরও নির্ভর করে। তিরুভল্লুভর্ নৈতিকতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন:

அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு. (குறள் 32)

অরত্তিনূউঙ্কু আক্কমুম্ ইল্লৈ অতন়ৈ
মর়ত্তলিন়্ ঊঙ্কিল্লৈ কেটু।(কুড়ল্ ৩২)

ধর্মের চেয়ে উন্নতি আর নেই এবং তাকে বিস্মরণ করার চেয়ে হানি আর কিছু নেই।

সম্পদ ও ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু নৈতিকতার মাধ্যমে অর্জিত মানবিক মর্যাদা দীর্ঘস্থায়ী হয়। সেই কারণেই ভল্লুভর্ নৈতিকতাকে মানবজীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

ভালোবাসা থেকে করুণার বিকাশ

তিরুক্কুড়ল্-এর ভালোবাসা পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। যখন এই ভালোবাসা অন্য মানুষের গণ্ডি অতিক্রম করে সমস্ত জীবের প্রতি প্রসারিত হয়, তখন তা ‘অরুল্’ বা করুণার উচ্চতর অবস্থায় পৌঁছায়।

அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம்
பூரியார் கண்ணும் உள. (குறள் 241)

অরুট্চৈল্বম্ চেল্বত্তুল্ চেল্বম্ পোরুট্চৈল্বম্
পূরিয়ার্ কণ্ণুম্ উল্. (কুড়ল্ ২৪১)

সম্পদের মধ্যে সম্পদ হল অনুগ্রহের সম্পদ। বস্তুগত সম্পদ এমনকি নীচ লোকের কাছে আছে।

অন্য জীবের দুঃখ অনুভব করার ক্ষমতা থেকে যে করুণার জন্ম হয়, তার মূল্য বস্তুগত সম্পদের চেয়েও বেশি। এভাবেই তিরুক্কুড়ল্-এর ভালোবাসা ধাপে ধাপে বিস্তৃত হয়—ব্যক্তিগত ভালোবাসা থেকে পারিবারিক ভালোবাসা, তারপর সামাজিক ভালোবাসা এবং অবশেষে সমস্ত জীবের প্রতি ভালোবাসা। এই কারণেই ভল্লুভর্ প্রশ্ন করেছেন:

தன்னுயிர்க்கு இன்னாமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க்கு இன்னா செயல். (குறள் 318)

তন্নুয়ির্ক্কু ইন্নামৈ তান়রিবান় এন়্কালো
মন়্নুয়ির্ক্কু ইন়্না চেয়ল্।(কুড়ল্ ৩১৮)

যে ব্যক্তি নিজের জীব অনিষ্ট হয় তা জেনে এবং আফসোস করে, সে অন্য জীবের অনিষ্ট দেওয়ার কি কারণ?

এই একটি প্রশ্নের মধ্যেই নৈতিকতার গভীর ভিত্তি প্রকাশিত হয়েছে। যে মানুষ নিজের অবস্থানে অন্যকে কল্পনা করতে পারে, অন্যের দুঃখ উপলব্ধি করতে পারে, তার মধ্যেই প্রকৃত নৈতিকতার সূচনা ঘটে।

বর্তমান বিশ্বের জন্য একটি বার্তা

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানবসমাজ ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও ঘৃণা, হিংসা, স্বার্থপরতা ও বৈষম্য এখনও রয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে তিরুক্কুড়ল্-এর ভালোবাসা ও নৈতিকতা নিছক প্রাচীন চিন্তাধারা হিসেবে নয়, বরং বর্তমান বিশ্বের প্রয়োজনীয় মানবিক নীতি হিসেবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

জ্ঞান মানুষকে ক্ষমতা দেয়, আর নৈতিকতা সেই ক্ষমতাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। প্রযুক্তি মানুষকে সংযুক্ত করে, আর ভালোবাসা তাদের হৃদয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। আইন অন্যায়কে প্রতিরোধ করে, আর নৈতিকতা এমন এক মন গড়ে তোলে, যা অন্যায় করতে চায় না।

তিরুক্কুড়ল্-এ ভালোবাসা ও নৈতিকতা দুটি পৃথক মতবাদ নয়। ভালোবাসা হল নৈতিকতার মূল, আর নৈতিকতা হল ভালোবাসার ফল। ভালোবাসা মানুষকে স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত করে এবং নৈতিকতা তাকে বৃহত্তর কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে। ভালোবাসা যখন করুণায় পরিণত হয়, তখন মানুষ সমস্ত জীবকে নিজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে অনুভব করে।

তিরুভল্লুভর্ যে নৈতিক জীবনপদ্ধতির কথা বলেছেন, তা ভয়ের কারণে পালন করা কোনো আচরণ নয়। তা ভালোবাসা থেকে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত এক উন্নত জীবনদর্শন। ভালোবাসা মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানবিক করে তোলে, আর নৈতিকতা তাকে আরও উন্নত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। এই দুটি গুণ যখন একত্রিত হয়, তখন ব্যক্তিগত শান্তি, পারিবারিক মঙ্গল, সামাজিক ঐক্য এবং বিশ্বমানবতার বিকাশ ঘটে।

5.2. তিরুক্কুড়ল্-এ অতিথি আপ্যায়ন

অতিথিসেবা তামিল সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। বাড়ির দরজায় আগত অপরিচিত মানুষকেও হাসিমুখে স্বাগত জানানো, তাঁকে আহার করানো এবং ভালোবাসা দিয়ে তাঁর যত্ন নেওয়া তামিল জীবনধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিরুভল্লুভর্ অতিথিসেবাকে কেবল সামাজিক অভ্যাস হিসেবে দেখেননি। তিনি একে গার্হস্থ্যজীবনের মৌলিক নৈতিক কর্তব্যের মর্যাদা দিয়েছেন। অতিথির যত্ন নেওয়ার মহত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে তিনি তিরুক্কুড়ল্-এর একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় উৎসর্গ করেছেন।

গার্হস্থ্য জীবনের উদ্দেশ্য: অতিথিসেবা

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வது எல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. (குறள் 81)

ഇരുന്തോമ്പി ഇല്വാഴ്വത് എല്ലാം വിരുന്തോമ്പി
വേളാണ്മൈ ചെയ്തറ് പൊരുട്ടു.(കുറൾ ৮১)

যে একজন গৃহস্থ্য জীবন স্থাপিত করার কারণ অতিথিদের সুরক্ষা এবং সাহায্য করার জন্য।

ভল্লুভর্ বলেছেন, মানুষের কেবল নিজের ও পরিবারের জীবনধারণের জন্য সম্পদ অর্জন করা কিংবা সংরক্ষণ করা উচিত নয়। অন্যের উপকারে আসার জন্যও সম্পদ অর্জন করা উচিত। এখানে অতিথিসেবা কেবল খাবার দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং নিজের যা কিছু আছে, তা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার একটি সামাজিক নৈতিকতায় পরিণত হয়েছে।

ভল্লুভর্ আরও বলেছেন, অতিথি বাইরে অপেক্ষা করছেন, এমন অবস্থায় একা আহার করা উচিত নয়—এমনকি সেই খাবার অমরত্ব প্রদানকারী অমৃত হলেও নয়:

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற்று அன்று. (குறள் 82)

বিরুন্তু পুরত্ততাৎ তানুণ্টল্ চাবা
মরুন্তেনিনুম্ বেণ্টরুপাব্রু অন্রু।(কুড়ল্ ৮২)

যদি অতিথি বাড়ির বাহিরে অপেক্ষা করে থাকে তাহলে একাকি খাওয়া দেবামৃত হলেও কাম্য নয়।

এর অন্তর্নিহিত শিক্ষা হল, যা কিছু আমরা পেয়েছি, তা কেবল নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রাখাই সম্পদের প্রকৃত ব্যবহার নয়। অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই সম্পদের প্রকৃত সার্থকতা।

হাসিমুখে অভ্যর্থনা আহার দানের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ

অতিথিসেবায় কেবল খাবারের পরিমাণ বা গুণমানই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কী মনোভাব নিয়ে সেই খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে, অতিথিকে কীভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং মুখে হাসি রয়েছে কিনা—সেগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகம்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து. (குறள் 90)

মোপ্পক্ কুষৈয়ুম্ অনিচ্চম্ মুকন্তিরিন্তু
নোক্কক্ কুষৈয়ুম্ বিরুন্তু. (কুড়ল্ ৯০)

আনিচাম' ফুল যেমন শুঁকালে শুকিয়ে যায়, তেমনি গৃহস্থের অনিচ্ছুক মুখ দেখার মাত্র অতিথির মন শুকিয়ে যায়।

ভল্লুভর্ বলেছেন, অনিচ্চম্ ফুল যেমন সামান্য স্পর্শে বা গন্ধ নেওয়ার সময়েই নেতিয়ে পড়ে, তেমনই অতিথিকে বিরূপ মুখে গ্রহণ করলে তাঁর মনেও কষ্টের সৃষ্টি হয়। এই সূক্ষ্ম উপমার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, প্রকৃত অতিথিসেবার মূল্য কেবল কতটা দেওয়া হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে না। অতিথি যেন অনুভব করেন—"আপনি আমাদের কাছে প্রিয়"—এই আন্তরিকতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি

অতিথিসেবা মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনে। একজন আগন্তুককে আপনজনের মতো গ্রহণ করার মাধ্যমে ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই অতিথিসেবাকে কেবল ব্যক্তিগত গুণ হিসেবে নয়, সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবেও দেখা উচিত। তিরুক্কুড়ল্-এর নীচের কুড়ল্-টিতে সন্তানলাভের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলা হয়েছে:

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வது எல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. (குறள் 81)

ইরুন্তোম্পি ইল্বায়্বতু এল্লাম্ বরিুন্তোম্পি
বল্লোণ্মৈ চয়্তের্ পোরুট্টু।(কুড়ল্ ৮১)

যে একজন গৃহস্থ্য জীবন স্থাপতি করার কারণ অতথিদিরে সুরক্ষা এবং সাহায্য করার জন্য।

এই কুড়ল্-টি সরাসরি অতিথিসেবার ব্যাখ্যা নয়; বরং তা জ্ঞানসম্পন্ন সন্তানলাভের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরে। তবু অতিথিসেবার মূল ভাবনা বর্তমান নগরকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনির্ভর জীবনেও সমান প্রাসঙ্গিক। আধুনিক অতিথিসেবা কেবল খাবার দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অন্যকে সম্মান করা, নতুন আগত মানুষকে স্বাগত জানানো এবং যাঁদের সাহায্যের প্রয়োজন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোও এর অন্তর্ভুক্ত।

তিরুক্কুড়ল্-এ অতিথিসেবা কেবল আহার্য দানের কাজ নয়; তা হৃদয়ের আন্তরিকতা ভাগ করে নেওয়ার এক নৈতিক গুণ। সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব তার মালিকানায় নয়, বরং তা ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে। একটি পরিবারের মহত্ত্ব তার আরাম-আয়েশে নয়, সেখানে আগত মানুষ কতটা ভালোবাসা অনুভব করেন, তার মধ্যে নিহিত। অতিথিসেবার মাধ্যমে তিরুভল্লুভর্ এই মানবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন— "সর্বোত্তম গার্হস্থ্য জীবন হল এমন জীবন, যা কেবল নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্যও যাপিত হয়।"

5.3. তিরুক্কুড়ল্-এ সকল জীবের প্রতি করুণা

তিরুক্কুড়ল্ জীবনের প্রতি একটি বিস্তৃত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, কেবল মানুষের প্রতি নয়, সমস্ত জীবের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল হয়ে জীবনযাপন করা উচিত। 'করুণা', 'মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকা', 'প্রাণীহত্যা না করা' এবং 'অপরের অনিষ্ট না করা'—এই বিষয়গুলির মাধ্যমে ভল্লুভর্ সমস্ত জীবের বেঁচে থাকার অধিকারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

অন্য জীবনের মধ্যে নিজের জীবনকে অনুভব করা

தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊன்உண்பான்
எங்ஙனம் ஆளும் அருள். (குறள் 251)

তন্নূন্ পেরুক্করুকুৎ তান্পিরিতু ঊন্উণ্পান্
এঙ্ঙন্ম্ আলুম্ অরুল্।(কুড়ল্ ২৫১)

যে একজন তার নিজ মাংস বৃদ্ধির জন্য অন্য প্রাণীর মাংস খায় সে কি ভাবে মনে অনুগ্রহ পাবে?

ভল্লুভর্ প্রশ্ন করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের শরীরকে পুষ্ট করার জন্য অন্য প্রাণীকে হত্যা করে তার মাংস খায়, তাকে কীভাবে করুণাময় বলা যায়? খাদ্যাভ্যাসের প্রশ্নকে অতিক্রম করে তিনি এখানে একটি মৌলিক নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন— আমরা কি অন্য জীবের জীবনকে নিজেদের জীবনের মতোই সম্মান করি?

அருளல்லது யாதெனின் கொல்லாமை கோறல்
பொருளல்லது அவ்வூன் தினல். (குறள் 254)

অরুল্লতু যাতেন্নিন্ কোল্লামৈ কোর্ল্
পোরুল্লতু অব্বূন্ তিন্ল্।(কুড়ল্ ২৫৪)

অনুগ্রহ অ-হত্যাকারী এবং জীবের হত্যা অনুগ্রহহীন কার্য। তাই মাংস খাওয়ার পাপই হয়।

ভল্লুভর্ প্রাণীহত্যা না করাকে করুণার মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সমস্ত জীবের প্রতি করুণার সর্বোচ্চ প্রকাশ

নীচের কুড়ল্-টি প্রকাশ করে যে, যিনি অন্য জীবের ক্ষতি না করে জীবনযাপন করেন, তিনি মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
எல்லா உயிரும் தொழும். (குறள் 260)

কো˘ল্লান্ পুলালৈ মরুত্তান়ৈক্ কৈকূপ্পি
এ˘ল্লা উয়িরুম্ তো˘ষুম্. (কুড়ল্ ২৬০)

যিনি হত্যা না করে এবং মাংস না খেয়ে বেঁচে থাকেন তিনি বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর দ্বারা পূজিত হবেন।

কেবল জীবের দুঃখ অনুভব করাই যথেষ্ট নয়। পরবর্তী কুড়ল্-টি এই ভাবনাকে আরও স্পষ্ট

உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிதொன்றன்
புண்அது உணர்வார்ப் பெறின். (குறள் 257)

উণ্ণামৈ বেণ্টুম্ পুলাঅল্ পিরিতোন়্ন়ুন়্
পুণ্অতু উণর্বার্প্ পেরিন়্।(কুড়ল্ ২৫৭)

যদি একজন বুঝতে পারে যে মাংস অন্য জীবনের ক্ষত তবে যে মাংস খাওয়া ছেড়ে দেবে।

এই কুড়ল্ ব্যাখ্যা করে যে, অন্য জীবের যন্ত্রণা নিজের মনে উপলব্ধি করাই জীবের প্রতি করুণার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ। এই অধ্যায়ের গভীর বার্তা হল— আমাদের এমন জীবনপদ্ধতি বেছে নেওয়া উচিত, যার দ্বারা অন্য জীবকে কষ্ট ভোগ করতে না হয়।

বর্তমান সময়ে এই ভাবনাকে প্রাণী সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মতো ধারণার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। জীবের প্রতি ভল্লুভর্-এর করুণার দর্শন আমাদের এই উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায় যে, মানুষ প্রকৃতির একচ্ছত্র শাসক নয়; বরং প্রকৃতির জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্কেরই একটি অংশ। তিরুক্কুড়ল্-এ জীবের প্রতি করুণা মানুষের প্রতি ভালোবাসার ধারণাকে আরও বিস্তৃত করে। আমাদের নিজেদের জীবনকে যেমন মূল্যবান বলে মনে করি, তেমনই সমস্ত জীবের জীবনকেও এই গ্রন্থ মূল্য দিতে শেখায়। মানুষের মহত্ত্ব কেবল তার শক্তির মধ্যে নিহিত নয়; বরং তার চেয়ে দুর্বল জীবের প্রতি সে কতটা করুণা প্রদর্শন করে, তার মধ্যেও নিহিত। এভাবেই তিরুক্কুড়ল্ সমস্ত জীবকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিস্তৃত নৈতিক দর্শন উপস্থাপন করেছে।

5.4. তিরুক্কুড়ল্-এ ত্যাগ

অড়ম্ বা নৈতিকতা-বিষয়ক অংশে গার্হস্থ্যজীবনের আলোচনার পর সন্ন্যাসজীবনের নৈতিক আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। এই অংশের বহু অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, ত্যাগের অর্থ কেবল শারীরিকভাবে সংসার থেকে দূরে সরে যাওয়া নয়। বরং কামনা, আসক্তি, ক্রোধ ও অহংকারের মতো মানসিক বন্ধনকে জয় করাই প্রকৃত ত্যাগ। ভাষ্যকারদের ঐতিহ্য অনুসারে, অড়ম্-বিষয়ক অংশের অধ্যায়গুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—গার্হস্থ্যজীবন এবং সন্ন্যাসজীবন।

আসক্তি পরিত্যাগ

মানুষের দুঃখের একটি বড়ো কারণ হল অতিরিক্ত আসক্তি। সম্পদ, খ্যাতি ও ক্ষমতা জীবনযাপনের উপকরণ হওয়া উচিত; কিন্তু এগুলি যেন মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তিতে পরিণত না হয়। এই আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করতে ঈশ্বরের কৃপা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। আর সেই কৃপা লাভের জন্য অন্যান্য আসক্তি পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের চরণে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়:

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு. (குறள் 350)

പറ്റുക പറ്ററ്റാന് പറ്റിനൈ അപ്പറ്റൈപ്
പറ്റുക പറ്റു വിടറ്കു. (কুড়ল্ ৩৫০)

এই জগতের আসক্তি ত্যাগ করার জন্য আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সংযুক্ত হতে হবে, যার কোন আসক্তি নেই।

প্রকৃত ত্যাগ পোশাক বা বাহ্যিক বেশভূষার মধ্যে নিহিত নয়; এর অবস্থান মানুষের অন্তরে। কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে কেবল সন্ন্যাসীর মতো পোশাক পরার কোনো সার্থকতা নেই। তাই তিরুভল্লুভর্-এর সন্ন্যাসের ধারণা হল আত্মসংযমের মাধ্যমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি অন্তর্নিহিত অনুশীলন।

ত্যাগ ও করুণা

তিরুক্কুড়ল্-এ ত্যাগের ধারণা মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না। বরং করুণা, তপস্যা, সত্যবাদিতা, ক্রোধ দমন, অপরের অনিষ্ট না করা এবং প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকার মতো গুণের মাধ্যমে মানুষকে আরও দায়িত্বশীল করে তোলে।

যিনি কামনা-বাসনাকে জয় করেছেন, তিনি অন্যের অধিকার কেড়ে নেবেন না। যিনি ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তিনি অন্যকে যন্ত্রণা দেবেন না। আর যিনি অহংকারকে জয় করেছেন, তিনি অন্য জীবকে তুচ্ছজ্ঞান করবেন না। অতএব, ত্যাগের অর্থ জগতের প্রতি ঘৃণা নয়; বরং নিজের মধ্যে থাকা সীমাহীন আকাঙ্ক্ষাকে জয় করা।

বর্তমান ভোগবাদী, প্রতিযোগিতামূলক এবং সম্পদের প্রতি লোভে পূর্ণ সমাজে তিরুক্কুড়ল্-এর ত্যাগ-বিষয়ক চিন্তা নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পার্থক্য বোঝা এবং সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সরলতার সঙ্গে জীবনযাপন করার ধারণা আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিরুক্কুড়ল্ যে ত্যাগের কথা বলে, তা জগৎ থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়; বরং জগতের মধ্যে থেকেই নিজের মনকে জয় করা। সম্পদ পরিত্যাগের চেয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করা শ্রেষ্ঠ, আর অন্যকে জয় করার চেয়ে নিজেকে জয় করা অধিক মহৎ। এভাবেই তিরুভল্লুভর্ সন্ন্যাসকে এমন একটি জীবনপদ্ধতি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যা মানুষকে অন্তরের পবিত্রতা ও মানসিক মুক্তির দিকে নিয়ে যায়।

5.5. তিরুক্কুড়ল্-এ ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা

একটি ভালো সমাজ গড়ে ওঠে ভালো মানুষদের নিয়ে। কেবল আইন দিয়ে সমাজকে উন্নত করা যায় না; আত্মসংযম, সততা, দায়িত্ববোধ ও বিনয়ের মতো গুণ প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তিরুক্কুড়ল্ 'ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা' বা 'ওলুক্কম্'-এর বিস্তৃত ধারণার মাধ্যমে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছে। এখানে ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা বলতে মানুষের আচরণ, নৈতিকতা ও জীবনযাপনের নিয়মকে বোঝানো হয়েছে।

শৃঙ্খলাই মর্যাদার পরিচায়ক

মানুষকে প্রকৃত মর্যাদা দেয় তার শৃঙ্খলা। সম্পদ বা পদমর্যাদা নয়। এই কারণেই ভল্লুভর্ বলেছেন:

ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும். (குறள் 131)

ও঴ুক্কম্ বিষুপ্পম্ তরলান্ ও঴ুক্কম্
উয়িরিনুম্ ওম্পপ্ পটুম্. (কুড়ল্ ১৩১)

সদাচার সবার জন্য শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আসে তাই সদাচার প্রাণের চেয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

জ্ঞান ও দক্ষতা মানুষকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু শৃঙ্খলা সেই উন্নতিকে সম্মানযোগ্য করে তোলে। তিরুভল্লুভর্ জোর দিয়ে বলেছেন, জীবন থেকেও বেশি গুরুত্ব দিয়ে শৃঙ্খলাকে রক্ষা করা উচিত। কোনো শিক্ষিত মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব থাকলে তার অর্জিত জ্ঞানও সমাজের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

আত্মসংযম: শৃঙ্খলার রক্ষাকবচ

ভল্লুভর্ ব্যক্তিগত শৃঙ্খলার কেন্দ্রে আত্মসংযমকে স্থান দিয়েছেন। আত্মসংযম হল চিন্তা, কথা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। নীচের কুড়ল্-টি বোঝায় যে, পরিণত মন কখনও আবেগের তাৎক্ষণিক বশবর্তী হয় না; বরং কাজের পরিণতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும். (குறள் 121)

অটক্কম্ অমররুল্ উয়্ক্কুম্ অটঙ্কামৈ
আরিরুল্ উয়্ত্তু বিটুম্।(কুড়ল্ ১২১)

আত্ম সংযম একজনকে দেবতার মধ্যে যোগ করবে, কিন্তু অসংযম একজনকে অন্ধবার নরকে যোগ করবে।

একইভাবে, মানুষের কথাবার্তাও তার শৃঙ্খলার পরিচায়ক।

தீயினால் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினால் சுட்ட வடு. (குறள் 129)

তীয়িন়াল্ চুট্টপুণ্ উল্ল়ারুম্ আরাতে
নাবিন়াল্ চুট্ট বটু. (কুড়ল্ ১২৯)

আগুন পূড়ে যাওয়া ক্ষত ভিতরে সেরে যায় কিন্তু জিহ্বা দিয়ে বলা খারাপ কথার কারণে সৃষ্টি ক্ষত কখনো সেরে না।

এই কুড়ল্ একটি সহজ সত্য তুলে ধরে—শরীরের ক্ষত একসময় সেরে যেতে পারে, কিন্তু কথার আঘাতে মনের মধ্যে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারে। অতএব, ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা কেবল কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে না; তা চিন্তা, বাক্য ও অনুভূতিকেও পরিশীলিত করে।

ব্যক্তি থেকে সমাজ

শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপনের সুফল কেবল ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সৎ ব্যক্তি ভালো পরিবার গড়ে তোলেন, ভালো পরিবার উন্নত সমাজ গঠন করে এবং উন্নত সমাজ একটি দায়িত্বশীল জাতির ভিত্তি স্থাপন করে। তাই সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে ব্যক্তির মধ্য থেকেই।

বর্তমান ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমের যুগে ব্যক্তিগত শৃঙ্খলার পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। সামনাসামনি কাউকে বলতে দ্বিধা হবে এমন কথা অনলাইনে না বলা, মিথ্যা তথ্য প্রচার না করা এবং অন্যের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করা—এসবকেও আধুনিক ব্যক্তিগত শৃঙ্খলার অংশ হিসেবে গণ্য করা যায়।

তিরুক্কুড়ল্-এ ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা কেবল বাহ্যিক সংযম নয়; তা এমন এক অন্তর্নিহিত আত্মনিয়ন্ত্রণ, যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে পরিচালিত করে। আত্মসংযম, মধুর বাক্য, সততা, ধৈর্য ও বিনয় মানুষের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করে। ভল্লুভর্-এর দৃষ্টিভঙ্গি হল, পৃথিবীকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করার আগে নিজেকে পরিশীলিত করতে হবে। ব্যক্তিগত শৃঙ্খলাই সামাজিক শৃঙ্খলার প্রথম বীজ। এই কারণেই তিরুক্কুড়ল্-এর এই চিন্তাধারা সর্বকালেই প্রাসঙ্গিক।

5.6. তিরুক্কুড়ল্-এ আত্মবিশ্বাসের ভাবনা

তিরুভল্লুভর্ সরাসরি 'আত্মবিশ্বাস' শব্দটি ব্যবহার করেননি। তবে 'উদ্যম', 'মনের দৃঢ়তা', 'প্রচেষ্টা', 'কর্মে অবিচলতা' এবং 'প্রতিকূলতায় হতাশ না হওয়া'-র মতো বিষয়ের অধ্যায়গুলিতে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার ধারণা পাওয়া যায়। ভল্লুভর্-এর মতে, মানুষের উন্নতি বা পতন অনেকাংশে তার মানসিক শক্তি ও প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে। একটি কুড়ল্-এ তিনি বলেছেন, মানুষের উন্নতির উচ্চতা নির্ধারিত হয় তার মনের প্রসার ও দৃঢ়তা দ্বারা:

வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு. (குறள் 595)

வெ᳔ள்ளத் தனை᳔ய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனை᳔யது உயர்வு. (குড়ল্ ৫৯৫)

যতটা জলের উচ্চতা থাকবে, ততটাই ফুলের কাণ্ডের উচ্চতা হবে। একইভাবে অন্তরে যতটা উদ্যম থাকবে ততটাই জীবনে উত্থান হবে।

এই কুড়ল্ শেখায় যে উচ্চ আদর্শ ও আত্মবিশ্বাসই মানুষের অগ্রগতির সূচনা।

মানসিক দৃঢ়তা ও সাফল্য

জীবনে কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শুধু লক্ষ্য স্থির করলেই হয় না; সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মানসিক দৃঢ়তাও প্রয়োজন। চিন্তা ও কর্মের মিলনেই সাফল্যের জন্ম হয়। এই ভাবনাটি স্পষ্ট করতে ভল্লুভর্ বলেছেন—

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின். (குறள் 666)

എ ന്നിയ എ ന്നിയാങ്കു എ യ്തുപ എ ന്നിയാര്
തിന്നിയര് ആകപ് പെ രിന്. (കുড়ല് ৬৬৬)

যদি যাদের ইচ্ছা তা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় তবে তাদের কর্ম ইচ্ছামত সফল হবে।

ব্যর্থতার কারণে হতাশ না হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ওপরও ভল্লুভর্ গুরুত্ব দিয়েছেন।

துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி
இன்பம் பயக்கும் வினை. (குறள் 669)

തുന്പം উরবরিনুম্ চে য়ক তুণিবাৱ্রি
ইন্পম্ পয়ক্কুম্ বিনৈ. (কুড়ল্ ৬৬৯)

শরীরে ভোগান্তি লাগলেও কষ্ট হলেও দৃঢ় সংকল্পের সাথে কাজ করার সময়, সে কর্ম আনন্দ দেয়।

কোনো কাজ করতে গিয়ে বাধা এলেই তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বরং সাফল্য অর্জন না করা পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আত্মবিশ্বাস কেবল বাধার দিকে তাকিয়ে থাকে না; বরং তা এমন একটি মানসিক অবস্থা, যা বিশ্বাস করে যে বাধাকে অতিক্রম করা সম্ভব।

প্রচেষ্টার মূল্য

কোনো কাজ নিয়তির কারণে সফল না হলেও মানুষের প্রচেষ্টা তার প্রাপ্য ফল দিতে পারে—ভল্লুভম্ এই ভাবনাটি তুলে ধরে।

தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும். (குறள் 619)

തে য്ৱত্তান্ আকা তে নিনুম্ মুয়রূচিতন্
মে য়ৱ্রুত্তক্ কূলি তরুম্. (কুড়ল্ ৬১৯)

নিয়তি কারোর পক্ষে না থাকলেও প্রচেষ্টা সর্বদা শারীরিক দুঃখ অনুসারে পুরস্কৃত হবে।

এই কুড়ল্-এর মূল বক্তব্য হল, প্রত্যাশিত সাফল্য সম্পূর্ণভাবে না এলেও সৎ প্রচেষ্টা কখনও

সম্পূর্ণ বৃথা যায় না। অতএব, আত্মবিশ্বাস কেবল ইতিবাচক চিন্তা নয়; তা কাজের প্রতি আস্থা এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত এক দৃঢ় বিশ্বাস।

তিরুক্কুড়ল্-এর দৃষ্টিতে, আত্মবিশ্বাস অহংকার নয়। তা এমন এক মানসিক শক্তি, যা নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে, লক্ষ্যকে স্পষ্ট করে এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করে। "আমি পারি"—এই বিশ্বাসের সঙ্গে "আমি চেষ্টা করব"—এই কর্মপ্রবণতা যুক্ত হলেই মানুষের ক্ষমতা পূর্ণতা লাভ করে।

5.7. তিরুক্কুড়ল্-এ শিক্ষা

তিরুভল্লুভর্ শিক্ষাকে কেবল জ্ঞান সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে দেখেননি। তাঁর মতে, শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করবে, আচরণকে পরিশীলিত করবে এবং এমন এক সম্পদে পরিণত হবে, যা সারাজীবন তার পাশে থাকবে।

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக. (குறள் 391)

করুক কচটরক্ করুপবৈ কর্রিপিন্
নিরুক অতর্কুত্ তক. (কুড়ল্ ৩৯১)

বইগুলো শিখবার সময় অপরাধবোধ ছাড়াই শিখতে হবে এবং শেখার পর সে অনুয়ায়ী জীবনে অনুসরণ করতে হবে।

ভল্লুভর্ যে শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলেছেন, তার মূল বক্তব্য হল—যা শেখা প্রয়োজন, তা যথাযথভাবে শিখতে হবে এবং শেখার পরে সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে। শিক্ষা কেবল তথ্যকে স্মৃতিতে ধরে রাখা নয়। প্রকৃত শিক্ষা হল বিষয়কে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা এবং সেই জ্ঞান অনুসারে জীবন পরিচালনা করা।

শিক্ষা: মানবজাতির চোখ

শিক্ষা চোখের মতো। ভল্লুভম্ শেখায়, শিক্ষা অর্জন মানবজীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு. (குறள் 392)

এণ্ণেন্প এনৈ এষুত্তেন্প ইব্বিরণ্টুম্
কণ্ণেন্প বাষুম্ উয়িৰ্ক্কু।(কুড়ল্ ৩৯২)

সংখ্যা এবং অক্ষর, এই দুই ধরনের শিল্পকে জীবন্ত মানুষের দুই চোখ বলা হয়।

গণনাজ্ঞান ও সাক্ষরতা মানবজীবনের দুটি চোখ বলে বিবেচিত হয়েছে। চোখ আমাদের পৃথিবীর

বাহ্যিক রূপ দেখায়, আর শিক্ষা সেই পৃথিবীর অর্থ বুঝতে সাহায্য করে।

கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
புண்ணுடையர் கல்லா தவர். (குறள் 393)

কণ্ণুটৈয়র্ এন্‌পবর্ কর়্রোর্ মুকত্তিরণ্টু
পুণ্ণুটৈয়র্ কল্লা তবর্।(কুড়ল্ ৩৯৩)

যাদের চোখ আছে তারা শিক্ষিত, যাদের মুখে দুটি ঘা তারা অশিক্ষিত।

এখানে ভল্লুভম্ বোঝাতে চেয়েছে যে, শিক্ষা কেবল দেখা নয়; বরং ঠিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা। অশিক্ষিত মানুষের চোখকে ক্ষতের সঙ্গে তুলনা করার মাধ্যমে তিনি শিক্ষার এই গভীর তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন।

অবিনশ্বর সম্পদ

বস্তুগত সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষা মানুষের চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্থায়ীভাবে থেকে যায়। তাই ভল্লুভর্ শিক্ষাকে অবিনশ্বর সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை. (குறள் 400)

কেটিল্ বিযুচ্চেল্বম্ কল্বি ওরুবর্‌কু
মাটুঅল্ল মর়্রৈ যবৈ।(কুড়ল্ ৪০০)

একজনের জন্য স্থায়ী এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল শিক্ষা, তা ছাড়া অন্যান্য বস্তু সেই ধরনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়।

তিরুক্কুড়ল্-এ শিক্ষা হল জ্ঞান, শৃঙ্খলা ও অনুশীলনের সমন্বয়। একজন শিক্ষিত মানুষের কেবল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই চলবে না; সেই জ্ঞান অনুযায়ী জীবনযাপন করাও প্রয়োজন। জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার মধ্যেই শিক্ষার পূর্ণতা নিহিত।

5.8. তিরুক্কুড়ল্-এ নেতৃত্বের গুণাবলি

পোরুল্ বা অর্থসম্পদ-বিষয়ক অংশে তিরুক্কুড়ল্ রাজা, মন্ত্রী, দুর্গ, সেনাবাহিনী, নাগরিক, পরামর্শ, উপযুক্ত সময় নির্বাচন এবং বিচার-বিবেচনা করে কাজ করার মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। এই ধারণাগুলিকে নেতৃত্বের মৌলিক নীতি হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়।

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும்
நீங்கா நிலனாள் பவற்கு. (குறள் 383)

তূঙ্কামৈ কল্বি তুণিবুটৈমৈ ইম্মূন্রুম্
নীঙ্কা নিলনাল্ পবর়্কু।(কুড়ল্ ৩৮৩)

একজন রাজা যিনি একটি দেশ শাসন করেন, তার সর্বদা কর্মে দ্রুঢতা, প্রজ্ঞা এবং সাহস এই তিনটি থাকা উচিত।

ভল্লুভর্ সচেতনতা, জ্ঞান এবং সাহসকে একজন নেতার মৌলিক গুণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

নেতৃত্ব

ভল্লুভম্ অনুসারে, যে নেতা সহজে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেন এবং সকলের প্রতি সদয়, মানুষেরা তাঁর নেতৃত্বকে ভালোবাসেন।

காட்சிக்கு எளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம். (குறள் 386)

কাচ্চিক্কু এলিয়ন্ কটুঞ্চোল্লন্ অল্লনেল্
মীক্কূরুম্ মন্নন্ নিলম্।(কুড়ল্ ৩৮৬)

রাজা যদি চেহারায় সরল হয় এবং কঠোর কথা না বলে, তবে বিশ্ব তার দেশের প্রশংসা করবে।

তিরুক্কুড়ল্ একজন নেতার চারটি উপযুক্ত গুণের কথা বলে—নির্ভীকতা, দরিদ্রের প্রতি উদারতা, জ্ঞান এবং উদ্যম।

নেতৃত্বের নীতি

முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென்று வைக்கப் படும். (குறள் 388)

মুরৈচে য়তু কাপ্পাৱ্রুম্ মন্নবন্ মক্কট্কু
ইরৈয়ে ন্রু বৈক্কপ্ পটুম্. (কুড়ল্ ৩৮৮)

যে রাজা নিয়মিত শাসন করেন এবং জনগণের রক্ষা করেন তিনি জনগণের কাছে দেবতা হিসাবে সম্মানিত হবেন।

তিরুক্কুড়ল্-এর নেতৃত্ববিষয়ক নীতি অনুসারে, একজন নেতাকে তাঁর ওপর নির্ভরশীল মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে এবং তাঁদের সুরক্ষা দিতে সক্ষম হতে হবে।

অতএব, নেতৃত্ব ক্ষমতার অধিকার নয়; তা দায়িত্ব পালনের কর্তব্য। একজন ভালো নেতার উচিত অন্যের পরামর্শ শোনা এবং নিজের ভুলগুলি যাঁরা তুলে ধরেন, তাঁদের বক্তব্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকা। তিরুক্কুড়ল্-এর নেতৃত্ব-বিষয়ক চিন্তায় জ্ঞান, সাহস, ন্যায়বিচার, পরামর্শ গ্রহণের মানসিকতা, দায়িত্ববোধ ও জনকল্যাণ একত্রিত হয়েছে। প্রকৃত নেতা কেবল সেই ব্যক্তি নন, যিনি সবার সামনে এগিয়ে যান; প্রকৃত নেতা হলেন তিনি, যিনি সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যান।

5.9. তিরুক্কুড়ল্-এ শারীরিক স্বাস্থ্য

'মরুন্দু' বা চিকিৎসা-বিষয়ক অধ্যায়ে রোগ হওয়ার পরে চিকিৎসার কথাই কেবল বলা হয়নি; রোগ প্রতিরোধের উপযোগী জীবনযাপনের কথাও বলা হয়েছে। বিশেষ করে খাদ্যগ্রহণে সংযমের ওপর ভল্লুভর্ যে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা উল্লেখযোগ্য।

மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது
அற்றது போற்றி உணின். (குறள் 942)

মরুন্তে ন্ বেণ্টাবাম্ য়াক্কৈক্কু অরুন্তিয়তু
অর়তু পোর়ি উণিন্. (কুড়ল্ ৯৪২)

যদি আগের খাবারটি ভালভাবে হজম হয়েছে এবং পরের খাবারটি পরিমিতভাবে গ্রহণ করা হয় তবে ওষুধের প্রয়োজন নেই।

এই কুড়ল্ স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি প্রতিরোধমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। আগের খাবার হজম হওয়ার পরে পরিমিত আহার করলে শরীর সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হতে পারে।

পরিমিত আহার

அற்றால் அளவறிந்து உண்க அஃதுஉடம்பு
பெற்றான் நெடிதுய்க்கும் ஆறு. (குறள் 943)

অর়াল্ অল়বরিন্তু উণ্ক অঃ'তুউটম্পু
পে ন্র়ান্ নে টিতুয়ক্কুম্ আর়ু. (কুড়ল্ ৯৪৩)

আগে খাওয়া খাবার ভালভাবে হজম হওয়ার পর পরিমিতভাবে খেতে হবে। শরীরকে দীর্ঘ সময় বাঁচিয়ে রাখার এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়।

খাবারের গুণমানের পাশাপাশি তার পরিমাণও গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের কতটা খাদ্য প্রয়োজন, তা বুঝে খাওয়াই সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি।

மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின்
ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு. (குறள் 945)

মারুপাটু ইল্লাত উণ্টি মরুত্তুণ্ণিন্
উরুপাটু ইল্লৈ উয়ির্ক্কু. (কুড়ল্ ৯৪৫)

শরীরের সাথে মানানসই নয় এমন খাবার বর্জন করে পরিমিত পরিমাণে খাবার খেলে রোগের কোনো কষ্ট হয় না।

এই কুড়ল্ শরীরের পক্ষে অনুপযুক্ত খাদ্য এড়িয়ে চলার ওপর গুরুত্ব দেয়। একইসঙ্গে নিজের

শরীরের উপযোগী খাদ্যাভ্যাস অনুসরণের কথাও বলে। তিরুক্কুড়ল্-এর স্বাস্থ্য-বিষয়ক চিন্তায় রোগ হওয়ার পর চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধের উপযোগী সুশৃঙ্খল জীবনযাপনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। খাদ্য, খাদ্যের পরিমাণ, হজম এবং শরীরের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থেকে জীবনযাপন করাই সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি।

5.10. তিরুক্কুড়ল্-এ চিকিৎসানীতি

চিকিৎসা-বিষয়ক অধ্যায়ে চিকিৎসাপদ্ধতি এবং চিকিৎসকের কর্তব্য সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। ভল্লুভর্ বলেছেন, চিকিৎসককে রোগ, রোগের কারণ, রোগ নিরাময়ের উপায় এবং রোগীর শারীরিক অবস্থার প্রকৃতি বুঝে চিকিৎসা করতে হবে।

நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்
வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல். (குறள் 948)

নোয়্নাটি নোয়্মুতল্ নাটি অতুতণিক্কুম্
বায়্নাটি বায়্প্পচ্ চে ়য়ল্. (কুড়ল্ ৯৪৮)

একজন বৈদ্যের উচিত প্রথমে রোগীর রোগটি পরীক্ষা করা এবং তারপর রোগের কারণ অনুসন্ধান করা, অবশেষে রোগ নিরাময়ের জন্য উপযুক্ত ওষুধ দেওয়া।

প্রথমে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। এরপর তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে, উপযুক্ত প্রতিকার নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করতে হবে। এই কুড়ল্ যথাযথ চিকিৎসাপদ্ধতির একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরে।

রোগীকেন্দ্রিক চিকিৎসা

உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்
கற்றான் கருதிச் செயல். (குறள் 949)

উর়্রান্ অল়বুম্ পিণিয়ল়বুম্ কালমুম্
কর়্রান্ করুতিচ্ চে ়য়ল্. (কুড়ল্ ৯৪৯)

যিনি ওষুধ শিখেছেন তার উচিত রোগের শক্তি এবং রোগের প্রকৃতি ও সময়কাল জেনে ওষুধ অনুশীলন করা।

একই রোগে আক্রান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই চিকিৎসাপদ্ধতি উপযুক্ত নাও হতে পারে। এই কুড়ল্ ব্যাখ্যা করে যে, চিকিৎসককে রোগীর অবস্থা, রোগের মাত্রা এবং সময়ের উপযোগিতা বিবেচনা করে চিকিৎসা করতে হবে।

உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துழைச் செல்வான்என்று
அப்பால்நாற் கூற்றே மருந்து. (குறள் 950)

উর্রবন্ তীর্প্পান্ মরুন্তুয়ৈচ্ চে ল্বান্এ ন্ম্
অপ্পাল্নার্ কূর্রে মরুন্ত. (কুড়ল্ ৯৫০)

রোগী, বৈদ্য, ঔষধ এবং রোগীর সাহায্যকারী এই চারটি অংশকে ঔষধ বলা হয়।

ভল্লুভর্ চিকিৎসাপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদানকে একত্রে বিবেচনা করেছেন। রোগী, চিকিৎসক, ওষুধ এবং চিকিৎসায় সহায়তাকারী—এই চারটি উপাদানই চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তিরুক্কুড়ল্-এ চিকিৎসানীতি কেবল রোগ নিরাময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে রোগীকে বোঝা, যথাযথ জ্ঞান অর্জন, অনুসন্ধান করা এবং দায়িত্বশীলভাবে চিকিৎসা করার বিষয়গুলিও যুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব হল, এখানে কেবল রোগের দিকে নয়, রোগীর প্রতিও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

5.11. তিরুক্কুড়ল্-এ মানসিক সুস্থতা

তিরুক্কুড়ল্-এ 'মানসিক সুস্থতা' নামে আলাদা কোনো অধ্যায় নেই। তবে দুশ্চিন্তা, রাগ, ঈর্ষা, লোভ, দুঃখ, মানসিক দৃঢ়তা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও আত্মসংযম সম্পর্কে তিরুভল্লুভর্-এর বাণীতে এমন অনেক জীবনদর্শন রয়েছে, যা মনের শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம். (குறள் 35)

অষুক্কারু অবাবেকুলি ইন্নাচ্চোল্ নান্কুম্
ইষুক্কা ইয়ন্তু অরম্।(কুড়ল্ ৩৫)

ঈর্ষা, লোভ, রাগ, অপ্রিয় বচন এই চারটি বাদ দিয়ে সকল কর্মই ধর্ম হয়।

ঈর্ষা, সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা, রাগ এবং অন্যকে আঘাত করে কথা বলা থেকে দূরে থাকাকেই এখানে নৈতিকতা বলা হয়েছে। এই প্রবণতাগুলি শুধু মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করে না, মনের শান্তিও বিঘ্নিত করে।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানসিক দৃঢ়তা

দুর্ভাগ্য বা বিপদের মুখে ভেঙে পড়া মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। এর ফলে মনে অশান্তি তৈরি হয় এবং মানসিক সুস্থতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিরুভল্লুভর্ এর একটি পথ দেখিয়েছেন—দুঃখ ও বিপদ এলে যদি আমরা হাসিমুখে তা মোকাবিলা করতে পারি, তাহলে সেই পরিস্থিতি আমাদের মনকে সহজে পরাস্ত করতে পারবে না।

இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வது அஃதொப்பது இல். (குறள் 621)

ইটুক্কণ্ বরুঙ্কাল্ নকুক অতনৈ
অটুত্তূর্বতু অঃ'তো ঁপ্পতু ইল্. (কুড়ল্ ৬২১)

যখন প্রতিকুল আসে তখন হাসবেন। প্রতিকুল কাটিয়ে ওঠার এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই।

এর অর্থ এই নয় যে দুঃখকে অস্বীকার করতে হবে। বরং এর শিক্ষা হল, বিপদের মুখেও এমন মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করা, যাতে আমরা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে না পড়ি।

মানসিক সুস্থতার জন্য মানুষের সঙ্গে ভালো সম্পর্কও অত্যন্ত জরুরি। তিরুভল্লুভর্ ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, মধুর বাক্য এবং কৃতজ্ঞতার যে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা মানুষের অন্তর্জগৎ ও সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

মানসিক সুস্থতা গড়ে তোলার উপায়

অন্যের উন্নতিতে ঈর্ষা মানসিক শান্তি নষ্ট করে। অন্যের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত না হয়ে আনন্দের সঙ্গে তা স্বীকার এবং এই বিশ্বাস রাখা যে, "আমরাও একদিন এমন উচ্চতায় পৌঁছতে পারব"—এই মনোভাব আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

அறனாக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம்
பேணாது அழுக்கறுப் பான். (குறள் 163)

অর়নাক্কম্ বেণ্টাতান়্ এন়্পান়্ পির়নাক্কম্
পেণাতু অষুক্করুপ্ পান়্।(কুড়ল্ ১৬৩)

যে নিজের পুণ্য এবং উন্নয়ন করতে চেষ্টা করে না সে অন্যের উন্নয়নে প্রশংসা না করে ঈর্ষা করবে।

তিরুক্কুড়ল্ শেখায়, বাইরের জগতে শান্তি খোঁজার আগে নিজের মনকে পরিশীলিত করা প্রয়োজন। এর জীবনদর্শন হল— নিজের আবেগকে বুঝতে শেখা, সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা, দুঃখের সময় মানসিকভাবে স্থির থাকা এবং ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

5.12. তিরুক্কুড়ল্-এ মানবিকতা

একজন মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান করা, অন্যের দুঃখ অনুভব করা, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, কারও ক্ষতি না করা, ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করা এবং সকলের সঙ্গে ভালোবাসাময় আচরণ করা—এসবই মানবিকতার মূল ভিত্তি। তিরুক্কুড়ল্-এর বিভিন্ন বাণীতে এই ভাবনা বারবার প্রকাশ

পেয়েছে।

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. (குறள் 72)

অন্বিপলার্ এ ল্লাম্ তমক্কুরিয়র্ অন্বপুটৈয়ার্
এ ন্বপুম্ উরিয়র্ পির্র্কু. (কুড়ল্ ৭২)

যারা করে না প্রেম তারা শুধু নিজের জন্য বাঁচবে, যারা করে প্রেম তারা অপরকে সাহায্য করার জন্য নিজের হাড়ও দিয়ে দেবে।

স্বার্থের গণ্ডি পেরিয়ে অন্যের কথা ভাবতে শেখাই মানবিকতার প্রথম ধাপ।

অন্যের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে অনুভব করা

அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ பிறிதின்நோய்
தம்நோய்போல் போற்றாக் கடை. (குறள் 315)

অরিবিন্বান্ আকুবতু উণ্টো পিরিতিন্নেনায়্
তন্নোয়েপোল্ পোর্রাক্ কটৈ।(কুড়ল্ ৩১৫)

অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট বলে ভেবে তাকে সাহায্য না করলে জ্ঞান নিয়ে কি লাভ?

“যে জ্ঞান অন্যের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে অনুভব করতে শেখায় না, সেই জ্ঞানের কী উপযোগিতা?”—এই প্রশ্ন মানবিকতার গভীরতাকে তুলে ধরে। জ্ঞানের মহত্ত্ব শুধু তার পরিমাণে নয়, বরং তা অন্যের কতটা উপকারে আসে, তার মধ্যেই নিহিত।

দানশীলতা ও সহমর্মিতা

সত্যিকারের প্রয়োজন রয়েছে এমন কাউকে সাহায্য করলেই তা প্রকৃত দান হয়ে ওঠে। কুড়ল্টি এই কথাই বোঝায়।

வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற் றெல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து. (குறள் 221)

বরিয়ার্র্কুওন্ন ঈবতে ঈকৈমর্ রেল্লাম্
কুরিয়েতির্পৈ নীর তুটৈত্তু।(কুড়ল্ ২২১)

কেবল গরীবকে যা দেওয়া তা দান, অন্যকে যা দেওয়া তা কিছুর প্রত্যাশায় দান করা।

কোনো প্রত্যাশা না রেখে সাহায্য করাই মানবিকতার সর্বোচ্চ প্রকাশ। তিরুক্কুড়ল্-এ মানবিকতা হল ‘আমি’ থেকে ‘আমরা’-র দিকে এগোনোর এক অন্তর্গত যাত্রা। অন্যের দুঃখ অনুভব করে তার কল্যাণে কাজ করতে পারলেই জ্ঞান ও সম্পদ প্রকৃত মানবিক মূল্য অর্জন করে।

5.13. তিরুক্কুড়ল্-এ সামাজিক সম্প্রীতি

শুধু আইন দিয়ে কোনো সমাজ টিকে থাকতে পারে না। পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা, ন্যায়বিচার, ধৈর্য, মধুর ভাষা এবং প্রয়োজনে অন্যের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার মানসিকতা—এসবই সামাজিক সম্প্রীতির ভিত্তি।

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனியிருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று. (குறள் 100)

ইনি্য উল্বাক ইন্নাত কূর্ল্
কনি্যিরুপ্পক্ কায়কবর্ন্ তর্ু. (কুড়ল্ ১০০)

মধুর বচনের পরিবর্তে কঠোর বচন ব্যবহার করা, পাকা ফল না খেয়ে কাঁচা খাওয়ার মত।

মধুরভাবে কথা বলার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কঠোর কথা বলা মানে পাকা ফল ছেড়ে কাঁচা ফল বেছে নেওয়ার মতো। মানুষের সম্পর্ক বজায় রাখতে কথাবার্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কুড়ল্ সামাজিক জীবনে ভাষার যথাযথ ব্যবহারের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়।

অন্যায়ের জবাবে ভালো কাজ

তিরুভল্লুভর্-এর মতে, প্রতিশোধের ধারাকে অব্যাহত না রেখে অন্যায়ের জবাবে ভালো কাজ করাই চরিত্রের সর্বোচ্চ গুণ। সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তা একটি গভীর নৈতিক শিক্ষা।

இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயம் செய்து விடல். (குறள் 314)

ইন্নাচে ়য্ তারৈ ও ়র্ুত্তল্ অবর্নাণ
নন্নয়ম্ চে ়য়্তু বিটল্. (কুড়ল্ ৩১৪)

যে ব্যক্তি নিজেকো ক্ষতি করে তাকে শাস্তি না দিয়ে তার সাথে ভাল ব্যবহার করে যাতে সে ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে যাবে।

নিরপেক্ষতা

সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ন্যায়বিচারই প্রথম শর্ত। পক্ষপাত না করে সকলকে সমানভাবে বিচার করতে না পারলে দীর্ঘস্থায়ী ঐক্য গড়ে ওঠে না। তাই তিরুক্কুড়ল্-এর সম্প্রীতির ধারণা মানুষের মধ্যে থাকা পার্থক্যকে মুছে ফেলার কথা বলে না; বরং সেই পার্থক্যের মধ্যেও মানবিক মর্যাদা রক্ষা করার শিক্ষা দেয়। ভালোবাসা, মধুর বাক্য, ধৈর্য, ন্যায়বিচার ও ক্ষমাশীলতা—তিরুক্কুড়ল্ অনুযায়ী সামাজিক সম্প্রীতির প্রধান স্তম্ভ। ঐক্য মানে সবাইকে একই রকম হতে হবে, এমন নয়; বরং ভিন্নতা সত্ত্বেও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখাই প্রকৃত সম্প্রীতি।

5.14. তিরুক্কুড়ল্-এ বন্ধুত্ব

তিরুক্কুড়ল্-এ বন্ধুত্বকে নিছক সময় কাটানোর মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়নি। তিরুভল্লুভর্ বন্ধুত্বের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেছেন—সৎ বন্ধু নির্বাচন, বন্ধুত্বের সত্যতা যাচাই, প্রকৃত বন্ধুত্বকে যত্নে ধরে রাখা এবং অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து
அகநக நட்பது நட்பு. (குறள் 786)

মুকনক নট্পতু নট্পন্ন নেঞ্চত্তু
অকনক নট্পতু নট্পু. (কুড়ল্ ৭৮৬)

শুধুমাত্র মুখে হাসি নিয়ে বন্ধুত্ব করাটা বন্ধুত্ব নয়। ভাল বন্ধুত্ব হল মন থেকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসাই প্রকৃত করা।

হৃদয় থেকে জন্ম নেওয়া আন্তরিক ভালোবাসাই হল প্রকৃত বন্ধুত্বের ভিত্তি।

ভুল সংশোধন করে দেয় যে বন্ধু

সুখের সময় পাশে থাকাই বন্ধুর একমাত্র কাজ নয়। তিরুভল্লুভর্-এর মতে, প্রকৃত বন্ধু সেই ব্যক্তি, যিনি ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে ঠিক পথ দেখান এবং দুঃখের সময় পাশে থাকেন।

அழிவின் அவைநீக்கி ஆறுஉய்த்து அழிவின்கண்
அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு. (குறள் 787)

অৃিবিন্ অবৈনীক্কি আরুউয়ত্তু অৃিবিন্কণ্
অল্লল্ উয়প্পতাম্ নট্পু. (কুড়ল্ ৭৮৭)

বন্ধুর ধ্বংসাত্মক মন্দ থেকে রক্ষা করে, তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে তার দুঃখ-কষ্টে অংশীদার হওয়া ভাল বন্ধুত্ব।

এই কুড়ল্ বন্ধুত্বের দায়িত্ববোধের উপর গুরুত্ব দেয়। বিপদে বন্ধুকে উদ্ধার করার বিষয়টি বোঝাতে তিরুভল্লুভর্ একটি সুন্দর উপমা ব্যবহার করেছেন।

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு. (குறள் 788)

উটুক্কৈ ইৎন্তবন্ কৈপোল আঙ্কে
ইটুক্কণ্ কৱৈবতাম্ নট্পু. (কুড়ল্ ৭৮৮)

সর্বোচ্চ বন্ধুত্ব সেটাই যেমন একটি হাত যে কাপড় পড়ে গেলে ধরতে ছুটে যায় সেইভাবে বন্ধু বিপদে পড়লে অবিলম্বে সাহায্য করা।

পোশাক সরে গেলে হাত যেমন কোনো আহ্বানের অপেক্ষা না করেই তাকে ঠিক করতে এগিয়ে আসে, প্রকৃত বন্ধুও তেমনই বিপদে পড়া বন্ধুকে সাহায্য করে। আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই বন্ধুত্বের সার্থকতা সীমাবদ্ধ নয়। বন্ধুর ভুল শুধরে দেওয়া, দুঃখের সময় পাশে থাকা এবং সম্পর্কের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই বন্ধুত্বের প্রকৃত মূল্য।

5.15. তিরুক্কুড়ল্-এ শাসনব্যবস্থা

তিরুক্কুড়ল্-এর 'পোরুল্' বা সম্পদ-সংক্রান্ত অংশে রাষ্ট্র, শাসক, মন্ত্রী, দুর্গ, সেনাবাহিনী, নাগরিক, ন্যায়বিচার, অর্থনীতি ও দূতের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তিরুভল্লুভর্-এর রাজনৈতিক চিন্তায় জনগণের কল্যাণ এবং ন্যায়বিচার সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்புஅரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு. (குறள் 381)

পটৈকুটি কূষ্অমৈচ্চু নট্পুঅরণ্ আরুম্
উটৈয়ান্ অরচরুল্ এরু।(কুড়ল্ ৩৮১)

সেনা, প্রজা, খাদ্য, মন্ত্রীপরিষদ, বন্ধুত্ব এবং দুর্গ এই ছয়টি অঙ্গ সহ রাজা, রাজাদের মধ্যে পুরুষ সিংহের মত।

তিরুভল্লুভর্ রাষ্ট্রের প্রধান ছয়টি উপাদান হিসেবে সেনাবাহিনী, নাগরিক, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, মন্ত্রীসভা, মিত্রতা এবং দুর্গের কথা বলেছেন।

ন্যায়সংগত শাসন

வான்நோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோல்நோக்கி வாழும் குடி. (குறள் 542)

বান্নোক্কি বাষুম্ উলকে ল্লাম্ মন্নবন্
কোল্নোক্কি বাষুম্ কুটি. (কুড়ল্ ৫৪২)

পৃথিবীর সমস্ত জীব যেমন বৃষ্টির পবিত্রতার প্রত্যাশায় বাস করে, তেমনি প্রজারা বাস করে রাজার সুশাসন বলা রাজদণ্ডের প্রত্যশায়।

এই তিরুক্কুড়ল্-এর বক্তব্য হল, পৃথিবী যেমন বৃষ্টির প্রত্যাশা করে, তেমনই নাগরিকদের জীবন ও নিরাপত্তা রাষ্ট্রের ন্যায়সংগত শাসনের ওপর নির্ভরশীল। রাজনীতি ব্যক্তিগত গৌরব অর্জনের হাতিয়ার নয়; জনগণের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব। তিরুক্কুড়ল্-এর রাজনৈতিক দর্শনে ক্ষমতার চেয়ে ন্যায়বিচার, শাসকের ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে নাগরিকের কল্যাণ এবং শক্তির চেয়ে দায়িত্ববোধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

5.16. তিরুক্কুড়ল্-এ প্রশাসনিক দক্ষতা

প্রশাসন মানে শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়। ঠিক সময়ে ঠিক ব্যক্তির হাতে উপযুক্ত কাজের দায়িত্ব তুলে দেওয়া, কাজের ফলাফল যাচাই করা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করাও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিরুক্কুড়ল্-এর বিভিন্ন অধ্যায়ে এই প্রশাসনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல். (குறள் 517)

ইতনৈ ইতনাল্ ইবন্মুটিক্কুম্ এ᳔ন্ায়ন্ত
অতনৈ অবন্কণ্ বিটল্. (কুড়ল্ ৫১৭)

এই কাজ, এই উপায়ে এর দ্বারা করতে সক্ষম বলে মনোযোগ সহকারে চিন্তা করে তারপর সেই কাজটি সেই ব্যক্তির হাতে অর্পন করা উচিত।

কোন ব্যক্তি কোন কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন, কী পদ্ধতিতে করবেন এবং তাঁর দক্ষতা কতটা—এসব বিচার করার পরেই তাঁকে সেই কাজের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। এর সঙ্গে প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি যুক্ত রয়েছে: ঠিক কাজের জন্য ঠিক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা।

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு. (குறள் 467)

এ᳔ণ্ণিত্ তুণিক করুমম্ তুণিন্তপিন্
এ᳔ণ্ণুবম্ এ᳔ন্নপতু ইষুক্কু. (কুড়ল্ ৪৬৭)

একজনকে সতর্কতার বিবেচনা করার পরেই একটি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কাজ শুরু করার পর "এর বিবেচণা করা যাক" ভাবা অপরাধ।

কাজ শুরু করার আগে ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। একবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে অকারণে দ্বিধা না করে কাজে এগিয়ে যেতে হবে। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়, তিরুভল্লুভর্ এখানে তা বুঝিয়েছেন। কোনো কঠিন কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, উপযুক্ত সময়, ঠিক পদ্ধতি এবং কাজটি বাস্তবায়নের সক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ভালো প্রশাসনের পরিচায়ক।

கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு. (குறள் 631)

করুবিয়ুম্ কালমুম্ চে᳔য়্কৈয়ুম্ চে᳔য়্যুম্
অরুবিনৈয়ুম্ মাণ্টতু অমৈচ্চু. (কুড়ল্ ৬৩১)

সর্বোত্তম মন্ত্রী হলেন, তিনি যিনি কর্মের জন্য উপযুক্ত উপকরণ, উপযুক্ত সময়, কর্মের ধরন এবং করণীয় কাজ করতে সক্ষম।

এই তিরুক্কুড়ল্-এর প্রশাসনিক শিক্ষা হল— পরিকল্পনা করা, উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা, ঠিক সময় চেনা, দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করা। ভালো প্রশাসক নিজে সব কাজ করেন না; বরং সকলের সহযোগিতায় কাজ সম্পন্ন করাতে জানেন।

5.17. তিরুক্কুড়ল্-এ অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা

তিরুক্কুড়ল্ নৈতিকতার পথে সম্পদ অর্জন, সেই সম্পদ সংরক্ষণ, যথাযথভাবে ব্যবহার এবং অন্যের উপকারে লাগানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এইভাবে অর্থনীতির সঙ্গে মানুষের কল্যাণের বিষয়টি যুক্ত হয়েছে।

இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்லது அரசு. (குறள் 385)

ইয়র়্রলুম্ ঈট্টলুম্ কাত্তলুম্ কাত্ত
বকুত্তলুম্ বল্লতু অরচু।(কুড়ল্ ৩৮৫)

রাজা তিনিই যিনি উপাদান পাওয়ার উপায় তৈরি করে, প্রাপ্ত সামগ্রী সংগ্রহ করে, সংগৃহীত সামগ্রী রক্ষা করে, দেশের কল্যাণ অনুসারে সংরক্ষিত সামগ্রী বিতরণের উপায় তৈরি করে কার্যকর ভাবে কাজ করেন।

রাজ্যের সম্পদ কীভাবে বৃদ্ধি করতে হবে, কীভাবে তা সংরক্ষণ করতে হবে এবং কীভাবে যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে—একজন শাসকের এই জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সম্পদের সামাজিক ব্যবহার

কোনো দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হলে তার শত্রুতাও অনেকাংশে দূর হতে পারে। তিরুক্কুড়ল্ এমন অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্য অর্জনের কথা বলে।

செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும்
எஃகுஅதனிற் கூரியது இல். (குறள் 759)

চে॑য়্ক পো॑রুল়ৈচ্ চে॑রুনর্ চে॑রুক্করুক্কুম্
এ॑ঃ'কুঅতনির়্ কূরিয়তু ইল্. (কুড়ল্ ৭৫৯)

শত্রুদের অহংকার বিনাশের ধারালো অস্ত্র যেহেতু বস্তুগত ব্যতিত আর কিছুই নয়, তাই

নিজের জন্য বস্তুর সন্ধান করা উচিত।

অর্থনৈতিক শক্তি ব্যক্তি ও রাষ্ট্র—উভয়কেই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা দেয়। তবে তিরুক্কুড়ল্-এর বৃহত্তর শিক্ষা হল, সম্পদকে সর্বদা নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। দান, সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ এবং অতিথি আপ্যায়ন-সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিও সম্পদের সামাজিক দায়িত্বের কথা তুলে ধরে। অতএব, সম্পদ অর্জনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য শুধু তা জমিয়ে রাখা নয়, বরং মানুষের কাজে লাগানো।

তিরুক্কুড়ল্-এর অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে রয়েছে উৎপাদন, উপার্জন, সংরক্ষণ ও বণ্টন। সম্পদ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে না; বরং সম্পদ মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। তিরুভল্লুভর্-এর মূল বক্তব্য হল, নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতিই দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধির ভিত্তি।

5.18. তিরুক্কুড়ল্-এ কৃষি

তিরুভল্লুভর্ কৃষিকে শুধু একটি পেশা হিসেবে দেখেননি; তিনি একে সমাজজীবনের ভিত্তি হিসেবে মনে করেছেন। খাদ্য উৎপাদন ছাড়া পৃথিবীর জীবনযাত্রা চলতে পারে না। তাই তাঁর কাছে কৃষকের স্থান অত্যন্ত উচ্চ।

சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவே தலை. (குறள் 1031)

চুষন্রুম্এর্প্ পিন্নতু উলকম্ অতন়াল্
উষন্তুম্ উষবে তলৈ. (কুড়ল্ ১০৩১)

নানাভাবে চিন্তা করলেও জানা যাবে, কৃষি পেশাকে অনুসরণ করলেই পৃথিবীর মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। তাই যদিও এটি একটা শ্রমিঘত পেশা, এটি অন্য সব পেশার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।

পৃথিবীর মানুষ নানা পেশায় যুক্ত থাকলেও খাদ্যের জন্য শেষ পর্যন্ত কৃষির ওপরই নির্ভরশীল।

সমাজের ভিত্তি

কৃষিকাজ পৃথিবীর জীবজগতের ক্ষুধারূপী ব্যাধি দূর করে এবং মানুষের মনে আনন্দ ও প্রশান্তি আনে। ক্ষুধা নামক রোগের চিকিৎসক কৃষকদের সম্মান জানাতে তিরুভল্লুভর্ বলেছেন:

உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம்
தொழுதுண்டு பின்செல் பவர். (குறள் 1033)

উষুতুণ্টু বাযন়ারে বাযর্ন্মর্ রে॑ল্লাম্
তো॑ষুতুণ্টু পিন়্চে॑ল্ পবর্. (কুড়ল্ ১০৩৩)

যে কৃষি করে এবং তা থেকে যে ধাণ্য উৎপন্ন হয় তা খেয়ে তিনি নিজের জন্য বাঁচে।

যারা অন্য পেশা করেন তারা সকলেই কৃষীদের কাছে মাথা নত করে, খেয়ে এবং তাদের পিছনে যায়।

এই কুড়ল্ শ্রমের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনকারী মানুষের আত্মনির্ভরতা ও সামাজিক অবদানের মহত্ত্ব প্রকাশ করে।

உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம்
விட்டேமென் பார்க்கு நிலை. (குறள் 1036)

উয়বিনার্ কৈম্মটঙ্কিন্ ইল্লৈ বিয়ৈবতূউম্
বিট্টেমে ন্ পার্ক্কু নিলৈ. (কুড়ল্ ১০৩৬)

চাষীরা যদি হাত গুটিয়ে বলে যে তারা লাঙ্গল চাষ করতে যাবে না, এমনকি যেসব সন্ন্যাসীরা দাবি করেন যে তারা সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করেছেন, তাদের বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না।

তিরুভল্লুভর্ এখানে একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সত্য তুলে ধরেছেন—কৃষকের হাত থেমে গেলে অন্য পেশা ও ক্ষেত্রগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিরুক্কুড়ল্-এ কৃষি শুধু খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা নয়; তা মানবসমাজের জীবনরেখা। কৃষককে সম্মান করা মানে শুধু একটি পেশাকে সম্মান করা নয়, বরং মানুষের জীবন টিকিয়ে রাখে যে মৌলিক শ্রম, তাকে মর্যাদা দেওয়া।

5.19. তিরুক্কুড়ল্-এ পরিবেশ

তিরুক্কুড়ল্-এ ‘পরিবেশ’ সম্পর্কে সরাসরি আধুনিক পরিভাষায় আলোচনা নেই। তবে বৃষ্টি, জল, কৃষিকাজ, জীবের প্রতি সহমর্মিতা, প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকা এবং সংযত ভোগের মতো বিষয়ের মাধ্যমে প্রকৃতির ওপর মানুষের নির্ভরতার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

জলের অপরিহার্যতা

পৃথিবীতে জীবনের স্বাভাবিক চক্র অব্যাহত রাখতে জল অপরিহার্য। তিরুভল্লুভর্ একটি কুড়ল্-এ জলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு. (குறள் 20)

নীর্ইন্রু অমৈয়াতু উলকেনিন্ যার্যার্ক্কুম্
বান্ইন্রু অমৈয়াতু ওযুক্কু।(কুড়ল্ ২০)

পৃথিবীতে বিনা জল কেউকে সংসার চলবে না এবং বিনা বৃষ্টি লোকের সদাচারও থাকবে না।

জল ছাড়া পৃথিবীতে জীবনধারণ সম্ভব নয়। তাই তিরুভল্লুভর্ জলের উৎস বৃষ্টির গুরুত্বের ওপরও

জোর দিয়েছেন।

விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது. (குறள் 16)

বিচুম্পিন্ তুলিবীষিন্ অল্লাল্মর্ রাঙ্কে
পচুম্পুল্ তলৈকাণ্পু অরিতু।(কুড়ল্ ১৬)

যদি আকাশের থেকে বৃষ্টির বিন্ধু না পড়ে তবে ভূমিতে সবুজ ঘাসের ডগা দেখা দুর্লভ।

এই কুড়ল্-এ বোঝানো হয়েছে, একটি ছোট্ট সবুজ ঘাসের জীবনও বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। মানুষ, উদ্ভিদ, জল ও বৃষ্টি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; তারা প্রকৃতির এমন একটি শৃঙ্খলের অংশ, যেখানে প্রত্যেকটি অন্যটির সঙ্গে যুক্ত।

জীবের প্রতি সহমর্মিতা ও বাস্তুতন্ত্র

জলের অভাবে কোনো দেশের সমৃদ্ধি কমে গেলে সেই দেশ দারিদ্র্যের মুখে পড়ে। এর ফলে রোগ, ক্ষুধা ও শত্রুতা বাড়তে পারে এবং দেশের সামগ্রিক অবস্থার অবনতি ঘটে। জল এই সমস্যাগুলি দূর করার অন্যতম প্রধান উৎস। প্রকৃতির প্রাচুর্য বজায় থাকলে ক্ষুধা দূর করা সহজ হয়। সকলের খাদ্য জুটলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতারও উন্নতি ঘটে। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হলে পারস্পরিক শত্রুতাও কমতে পারে। তখন দান ও তপস্যার মতো কাজ করাও সহজ হয়।

প্রকৃতিকে রক্ষা করা যে আমাদের কর্তব্য, তা বোঝাতে তিরুভল্লুভর্ বলেছেন:

தானம் தவமிரண்டும் தங்கா வியனுலகம்
வானம் வழங்காது எனின். (குறள் 19)

তান্ম্ তবমিরণ্টুম্ তঙ্কা বিয়নুলকম্
বান্ম্ বয়ঙ্কাতু এনিন্।(কুড়ল্ ১৯)

যদি আকাশ থেকে বৃষ্টি না পড়ে তাহলে এই বিশাল ভূমিতলে দান এবং তপস্যা সবই থাকবে না।

তিরুক্কুড়ল্-এর পরিবেশ-ভাবনা অনুসারে, মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না। প্রকৃতিকে রক্ষা করা মানে শুধু বাইরের জগৎকে রক্ষা করা নয়; মানুষের জীবনের মূল ভিত্তিকেও সুরক্ষিত রাখা। তিরুভল্লুভর্-এর বক্তব্য এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

5.20. তিরুক্কুড়ল্-এ পারিবারিক নৈতিকতা

তিরুক্কুড়ল্-এ পরিবারকে শুধু ব্যক্তিগত বসবাসের জায়গা হিসেবে দেখা হয়নি; পরিবার হল সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠান, যেখানে নৈতিকতার শিক্ষা গড়ে ওঠে। ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, অতিথি আপ্যায়ন, সন্তানলাভ এবং সুসম্পর্ক—এসবই পারিবারিক নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது. (குறள் 45)

অন্বুম্ অড়নুম্ উড়ৈত্তায়িন্ ইল্ভাল্ক্কৈ
পণ্বুম্ পয়নুম্ অদু। (কুড়ল্ ৪৫)

যে পরিবারে ভালোবাসা রয়েছে এবং নৈতিকতা বজায় থাকে, সেই গার্হস্থ্যজীবনই প্রকৃত গুণ ও সার্থকতার অধিকারী।

একটি পরিবারের মহত্ত্ব তার সঞ্চিত সম্পদের মধ্যে নয়; বরং ভালোবাসা ও নৈতিকতায় পূর্ণ পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত।

পরিবারের সামাজিক দায়িত্ব

ব্যক্তিজীবনের উদ্দেশ্য শুধু নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্য বেঁচে থাকা নয়। যে পৃথিবী আমাদের সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, তার প্রতিও প্রত্যেকের কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে। কেউ বড়ো কোনো সামাজিক কাজ করতে না পারলেও নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মীয়স্বজন এবং আশপাশের জীবজগতের সুরক্ষায় ভূমিকা নিতে পারেন।

এই ভাবনা থেকেই তিরুভল্লুভর্ একজন গৃহস্থের কর্তব্যগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। সন্ন্যাসী, দরিদ্র এবং প্রয়াত আত্মীয়স্বজনের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করাও গার্হস্থ্য জীবনের নৈতিকতার অংশ।

இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை. (குறள் 41)

ইল্বাষ্বান্ এন্পান্ ইয়ল্বুটৈয় মূবর্ক্কুম্
নল্লার়িন্ নিন্র তুণৈ।(কুড়ল্ ৪১)

যিনি গৃহস্থ্য জীবন করে, তিনি ব্রহ্মচর্য়,বানপ্রস্থ,সন্ন্যাসী এই অন্য তিন আশ্রম প্রকৃতির অনুসরণীরা কৃত ভাল কর্মের একটি স্থির সহচারী।

গার্হস্থ্যজীবন শুধু নিজের জন্য বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নয়; এর সঙ্গে অন্যদের সাহায্য করার সামাজিক দায়িত্বও জড়িত। একটি সুশৃঙ্খল ও নৈতিক পরিবারই এই দায়িত্ব পালনের ভিত্তি। তিরুভল্লুভর্

পরের কুড়ল্-এ বোঝান, পরিবারের উৎকর্ষের জন্য গুণবতী জীবনসঙ্গিনী এবং সেই গুণের ধারাকে পরবর্তী প্রজন্মে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো সন্তান গুরুত্বপূর্ণ।

மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு. (குறள் 60)

মঙ্কলম্ এ ন্নপ মনৈমাট্চি মর়্তন্
নন্কলম্ নন্মক্কট্ পেরু. (কুড়ল্ ৬০)

শ্রেষ্ঠ গৃহতে বলা হয় মঙ্গল, এর জন্য অলঙ্কার হল ভাল সন্তান ধারণ করা।

একটি পরিবারের মর্যাদা নির্ভর করে তার ভালো পারিবারিক মূল্যবোধ এবং পরবর্তী প্রজন্মকে ঠিক পথে গড়ে তোলার ওপর। তিরুক্কুড়ল্-এর পারিবারিক নৈতিকতা হল ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, ভাগ করে নেওয়ার মানসিকতা এবং সৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার সমন্বয়। একটি ভালো সমাজ গড়তে হলে তার প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হল পরিবার, তাকে নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে।

5.21. তিরুক্কুড়ল্-এ নারী

তিরুক্কুড়ল্-এ নারীদের সম্পর্কে যে ধারণাগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি বোঝার জন্য সেই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা প্রয়োজন। গার্হস্থ্যজীবন, জীবনসঙ্গিনী, সন্তানলাভ এবং প্রেম-সম্পর্কিত অংশে নারীর অবস্থান বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে জীবনসঙ্গিনীর চরিত্র, সংসার পরিচালনা এবং সম্পর্কের গভীরতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

গার্হস্থ্যজীবনে নারী

তিরুক্কুড়ল্-এ জীবনসঙ্গিনীকে এমন একজন মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যিনি পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী সংসার পরিচালনা করেন।

மனைத்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை. (குறள் 51)

মনৈত্তক্ক মাণ্পুটৈয়ল্ আকিত্তর়ু কোণ্টান্
বল়ত্তক্কাল্ বাষ্ক্কৈৎ তুণৈ।(কুড়ল্ ৫১)

যিনি গৃহস্থালির জন্য উপযুক্ত ও স্বামীর সমৃদ্ধি অনুসারে পরিচালনা করেন, তিনিই জীবন সঙ্গী।

তিরুক্কুড়ল্-এর মাধ্যমে তিরুভল্লুভর্ পরিবারে নারীর দায়িত্ব ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তিনি বলেছেন, সংসার পরিচালনায় যোগ্যতা না থাকলে পরিবারের সমৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல். (குறள் 52)

মনৈমাট্চি ইল্লাল্কণ্ ইল্লায়িন্ বাৢক্কৈ
এনৈমাট্চিৎ তায়িনুম্ ইল্।(কুড়ল্ ৫২)

যদি গৃহিণী গার্হস্থ্য গুণ বিহীন হয়, তবে অন্য সকল শ্রেষ্ঠ বস্তু সত্তেও ব্যর্থ হবে।

এর মূল বক্তব্য হল, বাইরের সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা যতই থাকুক, পারিবারিক জীবনের অন্তর্নিহিত গুণাবলি না থাকলে সেই জীবনের পরিপূর্ণতা কমে যায়।

প্রেমে নারীর অনুভূতি ও কণ্ঠস্বর

তিরুক্কুড়ল্-এর প্রেম-সম্পর্কিত অংশে ভালোবাসা, বিচ্ছেদ, অপেক্ষা এবং প্রেমিক-প্রেমিকার মান-অভিমানের মতো নারীর আবেগগুলি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে নারীকে শুধু পারিবারিক দায়িত্ব পালনকারিণী হিসেবে নয়, গভীর অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার অধিকারিণী একজন মানুষ হিসেবেও তুলে ধরা হয়েছে। এই অংশে জীবনসঙ্গিনীর মর্যাদা, পরিবারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং প্রেমের সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

5.22. তিরুক্কুড়ল্-এ ব্যবস্থাপনা

তিরুক্কুড়ল্-এ 'ব্যবস্থাপনা' শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি। তবে পরিকল্পনা করা, উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন, ঠিক সময় ও স্থান চেনা, দায়িত্ব বণ্টন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের মতো ব্যবস্থাপনাগত ধারণা 'পোরুল্' বা সম্পদ-সংক্রান্ত অংশে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। কোনো কাজ শুরু করার আগে পরিকল্পনা করা জরুরি। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও বারবার দ্বিধা করলে কাজের দক্ষতা নষ্ট হয়। এই ভাবনাটি কুড়ল্-এ প্রকাশিত হয়েছে:

எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு. (குறள் 467)

এ᳔ণ্ণিত্ তুণিক করুমম্ তুণিন্তপিন্
এ᳔ণ্ণুবম্ এ᳔ন্নপতু ইযুক্কু. (কুড়ল্ ৪৬৭)

একজনকে সতর্কতার বিবেচনা করার পরেই একটি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কাজ শুরু করার পর "এর বিবেচণা করা যাক" ভাবা অপরাধ।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

ঠিক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা, তাঁর হাতে কাজের দায়িত্ব তুলে দেওয়া এবং নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মানবসম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষতার সঙ্গে মানবসম্পদকে কাজে লাগানোই সাফল্যের পথ তৈরি করে।

ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই চিন্তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। তিরুক্কুড়ল্-এর একটি কুড়ল্-এ এই নীতির উদাহরণ পাওয়া যায়:

இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல். (குறள் 517)

ইতনৈ ইতনাল্ ইবনুমুটিক্কুম্ এ᳔ন্নায়ন্ত
অতনৈ অবন্কণ্ বিটল্. (কুড়ল্ ৫১৭)

এই কাজ, এই উপায়ে এর দ্বারা করতে সক্ষম বলে মনোযোগ সহকারে চিন্তা করে তারপর সেই কাজটি সেই ব্যক্তির হাতে অর্পন করা উচিত।

কাজের প্রকৃতি, তা সম্পন্ন করার পদ্ধতি এবং যিনি কাজটি করবেন তাঁর সক্ষমতা বিচার করার পরেই দায়িত্ব দেওয়া উচিত। যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব বণ্টনের এটি একটি উৎকৃষ্ট নীতি।

সময় ও কাজের বাস্তবায়ন

কোনো কাজের সাফল্যের ক্ষেত্রে সময় ও স্থানের ভূমিকা অনেকখানি। কাজ করার সময় এই দুটি বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন—নীচের কুড়ল্-টি সেই শিক্ষাই দেয়।

ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம்
கருதி இடத்தாற் செயின். (குறள் 484)

ঞালম্ করুতিনুম্ কৈকূটুম্ কালম্
করুতি ইটত্তার্ চে᳔য়িন্. (কুড়ল্ ৪৮৪)

যদি সঠিক সময় জানেন এবং সঠিক জায়গায় কোন কাজটি করেন, তবে আপনি যদি বিশ্বের কাছে পৌঁছাতে চান এটিও সম্ভবত হবে।

উপযুক্ত সময় ও পরিস্থিতি বুঝে কাজ করলে বড়ো লক্ষ্যও অর্জন করা সম্ভব। তাই ব্যবস্থাপনায় শুধু সম্পদের দিকে নজর রাখলেই চলে না; সময় এবং স্থান সম্পর্কেও সচেতন থাকা জরুরি। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্পদ, সময় ও পরিস্থিতি—সবকিছুকেই গুরুত্ব দিতে হয়। তিরুক্কুড়ল্-এর ব্যবস্থাপনাগত শিক্ষা হল: পরিকল্পনা করা, ভালোভাবে যাচাই করা, যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা, উপযুক্ত সময় বুঝে কাজ করা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তা সম্পন্ন করা। ভালো ব্যবস্থাপনার অর্থ বেশি কাজ করা নয়; বরং ঠিক সময়ে, ঠিক পদ্ধতিতে, ঠিক কাজটি সম্পন্ন করা।

5.23. বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় তিরুক্কুড়ল্

তিরুক্কুড়ল্-এর জন্ম তামিল ভাষায় হলেও এর মূল ভাবনা মানবজীবনের সর্বজনীন প্রশ্নগুলিকে স্পর্শ করে। নৈতিকতা, ভালোবাসা, ন্যায়বিচার, বন্ধুত্ব, শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা, শ্রম, পরিবার ও প্রেম—এসব বিষয় পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই তিরুক্কুড়ল্-কে একটি

সর্বজনীন গ্রন্থ হিসেবে সম্মান করা হয়। এর ভাবনা সব ভাষার মানুষের কাছেই প্রাসঙ্গিক হওয়ায় বহু ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। শিক্ষা মানুষকে দেশ ও নগরের মতো ভৌগোলিক সীমানার বাইরে নিয়ে যায়। একইভাবে, অনুবাদের মাধ্যমে তিরুক্কুড়ল্ তার মূল ভাষার গণ্ডি পেরিয়ে বহু দেশের মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

তিরুক্কুড়ল্ অনুবাদ করা মানে শুধু শব্দের পরিবর্তন নয়। মাত্র দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে থাকা একটি তিরুক্কুড়ল্-এর গভীর ভাব, উপমা, ব্যাকরণগত গঠন এবং সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতা অন্য ভাষায় যথাযথভাবে তুলে ধরা একটি বড়ো প্রতিবন্ধকতা। তাই প্রতিটি অনুবাদ মূল ভাষা ও নতুন ভাষার সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করে।

তিরুক্কুড়ল্-এর সর্বজনীন গুরুত্ব শুধু কতগুলি ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে, তা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। মানবজীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলিকে অল্প কথায় গভীরভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতাই এর ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ।

‘একজন ভালো মানুষ হিসেবে কীভাবে বাঁচা উচিত?’, ‘ক্ষমতার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত?’, ‘সম্পদের প্রকৃত উপযোগিতা কী?’, ‘বন্ধুত্ব কেমন হওয়া দরকার?’ এবং ‘অন্যের ক্ষতি না করে কীভাবে জীবনযাপন করা যায়?’—এই প্রশ্নগুলি সময় ও ভাষার সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

তিরুক্কুড়ল্ ভারতের বিভিন্ন ভাষা, ইউরোপের ভাষা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর অনুবাদগুলি তামিল ভাষা ও অন্যান্য ভাষাভাষী সংস্কৃতির মধ্যে জ্ঞান ও সংস্কৃতির আদানপ্রদানের সুযোগ তৈরি করেছে।

তিরুক্কুড়ল্ তামিল ভাষার এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে জন্ম নিয়েছিল। অনুবাদের মাধ্যমে তা বৃহত্তর মানবসমাজের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানকারী এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে এর যাত্রার শক্তি শুধু এর সংক্ষিপ্ত আকারে নয়, বরং এর মধ্যে নিহিত মানবিক চিন্তার ব্যাপকতায়। ভাষা বদলায়, কিন্তু ভালোবাসা, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও মানবিকতার প্রয়োজন কখনও ফুরিয়ে যায় না। এই অভিন্ন মানবিক বোধই তিরুক্কুড়ল্-কে ভাষার সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

এই অধ্যায়ে ‘তিরুভল্লুভর্-এর সর্বজনীন গ্রন্থ’ হিসেবে তিরুক্কুড়ল্-এর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমরা জেনেছি। পরবর্তী অংশে কুড়ল্-রত্নের মালা বা কুড়ল্ মণিমালৈ-এর মাধ্যমে তিরুক্কুড়ল্ শেখার সুযোগ রয়েছে।

অধ্যায় 6— কুড়ল্-রত্নের মালা

এই কুড়ল্-রত্নের মালাটি 'অড়ম্' বা নৈতিকতা এবং 'পোরুল্' বা সম্পদ-সংক্রান্ত অংশের প্রতিটি অধ্যায় থেকে একটি করে কুড়ল্ সংগ্রহ করে তৈরি করা হয়েছে। প্রতিদিন একটি করে কুড়ল্ শিখলে আমরা ধীরে ধীরে তিনটি অংশের সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু শিখতে পারব।

1
அறத்துப்பால்
অরত্তুপ্পাল্ - ধর্মীয় বিভাগ

1. கடவுள் வாழ்த்து

কটবুল্ বাষ্ত্তু - ঈশ্বর বন্দনা

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு. (குறள் 1)

অকর মুতল এ ষুত্তে ল্লাম্ আতি
পকবন্ মুতর্রে উলকু. (কুড়ল্ 1)

ভাষার সমস্ত বর্ণমালার ভিতি হল অকার। একইভাবে, সমগ্র বিশ্বের ভিত্তি হল ঈশ্বর।

2. வான்சிறப்பு

বান্নিচরপ্পু - বৃষ্টির মহত্ব

வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரல் பாற்று. (குறள் 11)

বান্নিন্নু উলকম্ বষ্ঙ্কি বরুতলাল্
তান্অমিষ্তম্ এ ন্নুণরল্ পার্রু. (কুড়ল্ 11)

বর্ষা জগতের সমস্ত জীবকে জীবন দান করে, সেইজন্য বর্ষাকে অমৃত বুঝা যায়।

3. நீத்தார் பெருமை

নীত্তার্ পে᳔রুমৈ - পরিত্যাগীদের মহিমা

அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்
செந்தண்மை பூண்டுஒழுக லான். (குறள் 30)

অন্তণর্ এ᳔ন্নেপার্ অরবোর্মর্ রে᳔ব্বুয়িৰ্ক্কুম্
চে᳔ন্তণ্মৈ পূণ্টুও᳔ষুক লান্. (কুড়ল্ 30)

যারা সমস্ত জীবের প্রতি ভালবাসা এবং দয়াশীল হয়ে থাকেন, তারাই ধর্মশীল বলে পরিচিত হয়।

4. அறன் வலியுறுத்தல்

অরন্ বলিয়ুরুত্তল্ - ধর্মের উপর জোর দেওয়া

அன்றறிவாம் என்னாது அறம்செய்க மற்றது
பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை. (குறள் 36)

অন্রিবাম্ এ᳔ন্নাতু অরস্চে᳔য়ক মর্রুতু
পো᳔ন্রুঙ্কাল্ পো᳔ন্রাত্ তুণৈ.

দেরি না করে ধর্ম আচরণ করা উচিত, কারণ অন্তিম কালে সেই সহায় হবে।

5. இல்வாழ்க்கை

ইল্বাষ্ক্কৈ - গৃহস্থ্য জীবন

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உறையும்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும். (குறள் 50)

বৈয়ত্তুল্ বাষাঙ্কু বাষ্পবন্ বান্উৱৈয়ুম্
তে᳔য়ত্তুল্ বৈক্কপ্ পটুম্. (কুড়ল্ 50)

জগতে যে একজন গৃহী নিয়মনিষ্ঠে জীবনযাপন করে, সে স্বর্গে লোকে বাস করা দেবতাদের সধ্যে স্থান পাবে

6. வாழ்க்கைத் துணைநலம்
বাষ্ক্কৈত্ তুণৈনলম্ - জীবন সঙ্গীর কল্যাণ

மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றதன்

நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு. (குறள் 60)

মঙ্কলম্ এ ন্নপ মনৈমাট্চি মর্রতন্
ননকলম্ ননমক্কট্ পেরু. (কুড়ল্ 60)

শ্রেষ্ঠ গৃহতে বলা হয় মঙ্গল, এর জন্য অলঙ্কার হল ভাল সন্তান ধারণ করা।

7. மக்கட்பேறு
মক্কট্পেরু - সন্তান প্রাপ্তি

குழலினிது யாழினிது என்பதம் மக்கள்

மழலைச்சொல் கேளா தவர். (குறள் 66)

কুষ্লিনিতু যাষিনিতু এনুপতম্ মক্কল্

মষ্লৈচ্চোল্ কেলা তবর্।(কুড়ল্ 66)

যারা বংশীর স্বর আর বীণার স্বর মধুর বলে, তারা নিজের শিশুরের অর্দ্ধ স্ফূট বাক্য শোনার মাধুর্য অনুভব করেনি।

8. அன்புடைமை
অন্পুটৈমৈ - প্রেম ভাব

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்

என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. (குறள் 72)

অন্পিলার্ এ ল্লাম্ তমক্কুরিয়র্ অন্পুটৈয়ার্
এ ন্নুপুম্ উরিয়র্ পিরর্ক্কু. (কুড়ল্ 72)

যারা করে না প্রেম তারা শুধু নিজের জন্য বাঁচবে, যারা করে প্রেম তারা অপরকে সাহায্য করার জন্য নিজের হাড়ও দিয়ে দেবে।

9. விருந்தோம்பல்

বিরুন্তোম্পল্ - আতিথেয়তা

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகம்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து. (குறள் 90.

মোপ্পক্ কুয়ৈয়ুম্ অনিচ্চম্ মুকন্তিরিন্তু
নোক্কক্ কুয়ৈয়ুম্ বিরুন্তু. (কুড়ল্ 90)

আনিচাম' ফুল যেমন শুঁকালে শুকিয়ে যায়, তেমনি গৃহস্থের অনিচ্ছুক মুখ দেখার মাত্র অতিথির মন শুকিয়ে যায়।

10. இனியவை கூறல்

ইনিয়বৈ কূরল্ - মধুর বচন

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனியிருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று. (குறள் 100)

ইনিয় উল্বাক ইন্নাত কূরল্
কনিয়িরুপ্পক্ কায়্কবর্ন্ তব্রু. (কুড়ল্ 100)

মধুর বচনের পরিবর্তে কঠোর বচন ব্যবহার করা, পাকা ফল না খেয়ে কাঁচা খাওয়ার মত।

11. செய்ந்நன்றி அறிதல்

চে᳔য়্ন্নন্রি অরিতল্ - কৃতজ্ঞতা

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அரிது. (குறள் 101)

চে᳔য়্যামল্ চে᳔য়্ত উতবিক্কু বৈয়কমুম্
বান্কমুম্ আর্রল্ অরিতু. (কুড়ল্ 101)

আমরা অন্যদের সাহায্য না করলেও, অন্যরা করা সাহায্যের জন্য প্রথিবী ও স্বর্গ দিলেও এর বিনিময় নেই।

12. நடுவுநிலைமை
নটুবুনিলৈমৈ - নিরপেক্ষতা

வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோல் செயின். (குறள் 120)

বাণিকম্ চে য়ার্ক্কু বাণিকম্ পেণিপ্
পিরবুম্ তমপোল্ চে য়িন্. (কুড়ল্ 120)

অন্যের জিনিসগুলিকে যদি নিজের পণ্যের মত আচরণ করে এবং ব্যবসা করে তবে ব্যবসা বাড়বে।

13. அடக்கமுடைமை
অটক্কমুটৈমৈ - আত্ম সংযম

தீயினால் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினால் சுட்ட வடு. (குறள் 129)

তীয়িন়াল্ চুট্টপুণ্ উল্ল়ারুম্ আরাতে
নাবিন়াল্ চুট্ট বটু. (কুড়ল্ 129)

আগুন পুড়ে যাওয়া ক্ষত ভিতরে সেরে যায় কিন্তু জিহ্বা দিয়ে বলা খারাপ কথার কারণে সৃষ্টি ক্ষত কখনো সেরে না।

14. ஒழுக்கமுடைமை
ও ষুক্কমুটৈমৈ – সদাচরণ

ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும். (குறள் 131)

ও ষুক্কম্ বিষুপ্পম্ তরলান্ ও ষুক্কম্
উয়িরিনুম্ ওম্পপ্ পটুম্. (কুড়ল্ 131)

সদাচার সবার জন্য শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আসে তাই সদাচার প্রাণের চেয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

15. பிறனில் விழையாமை

পিরনিল্ বিষৈয়ামৈ - অন্যের স্ত্রীকে অপচন্দ করা

பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு
அறனொன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு. (குறள் 148)

পিরন্মনৈ নোক্কাত পেরাণ্মৈ চান্রোর্ক্কু
অরনো ন্রো আন্র ও ষুক্কু. (কুড়ল্ 148)

অন্যের বউয়ের দিকে না তাকানোর মহা পুরুষত্ব, মহা পুরুষদের শুধুমাত্র ধর্ম নয়; পূর্ণ নৈতিকতাও তাই।

16. பொறையுடைமை

পো রৈয়ুটৈমৈ – সহনশীলতা

பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
மறத்தல் அதனினும் நன்று. (குறள் 152)

পো রুত্তল্ ইর়প্পিনৈ এ ন্নুম্ অতনৈ
মর়ত্তল্ অতনিনুম্ নন্ন়ু. (কুড়ল্ 152)

একজন যদি বড় কষ্ট দেয়, তবে তা সহ্য করা সব সময় ভাল, অথচ অবিলম্বে বিস্মরণ করা এর চেয়ে খুবই ভাল।

17. அழுக்காறாமை

অষুক্কারামৈ - ঈর্ষার অভাব

ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து
அழுக்காறு இலாத இயல்பு. (குறள் 161)

ও ষুক্কারাক্ কো ল্ক ও রুবন্তন্ নে ঞ্চত্তু
অষুক্কারু ইলাত ইয়ল্ল. (কুড়ল্ 161)

যে একজনের অন্তরে কোন ঈর্ষা নেই তাকে, আর জীবনে নৈতিক নীতি হিসাবে গৃহণ করা উচিত।

18. வெஃகாமை

বে᷈ঃ'কামৈ – নির্লোভতা

அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாதெனின் வெஃகாமை
வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள். (குறள் 178)

অঃ'কামৈ চে᷈ল্বত্তিরুকু য়াতে᷈নিন্ বে᷈ঃ'কামৈ
বেণ্টুম্ পিরন়ৈকপ্ পো᷈রুল্. (কুড়ল্ 178)

একজন সম্পদ সংকুচিত হওয়া থেকে রক্ষা করার সঠিক উপায় হল অন্যের দ্রব্যকে আকর্ষণ করতে অনিচ্ছুক হওয়া।

19. புறங்கூறாமை

পুরঙ্কূরামৈ - অপবাদ না বাদ

ஏதிலார் குற்றம்போல் தம்குற்றம் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு. (குறள் 190)

এতিলার্ কুর়ম্পোল্ তম্কুর়ম্ কাণ্কিরূপিন়্
তীতুণ্টো মন়্নুম্ উয়িৰ্ক্কু. (কুড়ল্ 190)

যদি কেউ অন্যের দোষের দেখার মতম নিজের দোষ দেখে তবে প্রতিষ্টিত জীবের কোন ক্ষতি হতে পারে?

20. பயனில சொல்லாமை

পয়নি়ল চো᷈ল্লামৈ - অনর্থক কথা না বলা

சொல்லுக சொல்லில் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லில் பயனிலாச் சொல். (குறள் 200)

চো᷈ল্লুক চো᷈ল্লিল্ পয়নুটৈয় চো᷈ল্লর্ক
চো᷈ল্লিল্ পয়নি়লাচ্ চো᷈ল্. (কুড়ল্ 200)

যদি আপনাকে কথা বলতেই হয় তবে শুধুমাত্র অর্থপূর্ব শব্দগুলি বলুন, অনর্থপূর্ব শব্দগুলি কখনও বলবেন না।

21. தீவினையச்சம்

তীবিন্নৈয়চ্চম্ - মন্দ কর্মে ভয়

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும். (குறள் 202)

তীয়বৈ তীয় পয়ত্তলাল্ তীয়বৈ
তীয়িনুম্ অঞ্চপ্ পটুম্. (কুড়ল্ 202)

মন্দ কর্ম মন্দ আনে দেয়, এই কারণে মন্দ কর্মের জন্য আগুনের চেয়ে ভয় পাওয়ার উচিত।

22. ஒப்புரவறிதல்

ওপ্পুরবরিতল্–পরোপকার

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு
என்னாற்றும் கொல்லோ உலகு. (குறள் 211)

কৈম্মারু বেণ্টা কটপ্পাটু মারিমাট্টু
এন্নাৱ্রুম্ কোল্লো উলকু. (কুড়ল্ 211)

যেমন প্রতি উপকার আশা না করে বৃষ্টি পড়ে তেমনি যারা প্রতি উপকার আশা না করে বিশ্বকে উপকার করে তারা পরোপকারী।

23. ஈகை

ঈকৈ - দান

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி. (குறள் 226)

অৱ্রার্ অষিপচি তীর্ত্তল্ অঃ'তোরুবন্
পেৱ্রান্ পোরুল্বৈপ্ পুষি. (কুড়ল্ 226)

যাদের কিছুই নেই, গরীব, তাদের মারাত্মক ক্ষুধা দূর করা, সেটাই একজন তার নিজের অর্জিত সম্পদ সংরক্ষণ করার জায়গা।

24. புகழ்

পুকষ্ – খ্যাতি

ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. (குறள் 231)

ঈতল্ ইচৈপট বাষ্তল্ অতুবল্লতু
ঊতিয়ম্ ইল্লৈ উয়িৰ্ক্কু. (কুড়ল্ 231)

অন্যেকে দান করা এবং খ্যাতি নিয়ে জীবিত থাকা তার চেয়ে জীবের আর পুরস্কার নেই।

25. அருளுடைமை

অরুলুটৈমৈ - অনুগ্রহ

அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம்
பூரியார் கண்ணும் உள. (குறள் 241)

অরুট্চৈল্বম্ চেল্বত্তুল্ চেল্বম্ পোরুট্চৈল্বম্
পূরিয়ার্ কণ্ণুম্ উল্. (কুড়ল্ 241)

সম্পদের মধ্যে সম্পদ হল অনুগ্রহের সম্পদ। বস্তুগত সম্পদ এমনকি নীচ লোকের কাছে আছে।

26. புலால் மறுத்தல்

পুলাল্ মরুত্তল্ - মাংস অস্বীকার

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
எல்லா உயிரும் தொழும். (குறள் 260)

কো্ল্লান্ পুলালৈ মরুত্তানৈক্ কৈকূপ্পি
এ্ল্লা উয়িরুম্ তো্ষুম্. (কুড়ল্ 260)

যিনি হত্যা না করে এবং মাংস না খেয়ে বেঁচে থাকেন তিনি বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর দ্বারা পূজিত হবেন।

27. தவம்

তবম্ - তপস্যা

உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குஉறுகண் செய்யாமை
அற்றே தவத்திற்கு உரு. (குறள் 261)

উর্রনোয়্ নোন্রল্ উয়িৰ্ক্কুউর্রুকণ্ চে᳔য়্যামৈ
অর্রে তবত্তির্রুকু উরু. (কুড়ল্ 261)

তপস্যার রূপ হল যে নিজের কাছে এসে কষ্ট সহ্য করা এবং অন্য প্রাণীর ক্ষতি না করা।

28. கூடாவொழுக்கம்

কূটাবো᳔ষুক্কম্ - অনুপযুক্ত নৈতিকতা

வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
புலியின்தோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று. (குறள் 273)

বলিয়িল্ নিলৈমৈয়ান্ বল্লুরুবম্ পে᳔র্রম্
পুলিয়িন্নেতাল্ পোর্ত্তুমেয়্ন্ তর্রু. (কুড়ল্ 273)

মানসিক শক্তিহীন ব্যক্তি দ্বারা করা কঠিন তপস্যা হল বাঘের চামড়া আবৃত গরু দ্বারা ঘাস চরানোর মত।

29. கள்ளாமை

কল্লামৈ - চুরি না করা

எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும்
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு. (குறள் 281)

এ᳔ল্লামৈ বেণ্টুবান্ এ᳔ন্নপান্ এ᳔ন্নৈত্তো᳔ন্রুম্
কল্লামৈ কাক্কতন্ নে᳔ঞ্চু. (কুড়ল্ 281)

যে অন্যের দ্বারা উপহাস না করে বাঁচতে চায়, তাকে প্রথমে তার মনকে পাহারা দিতে হবে যাতে যে অন্যোর সম্পত্তি চুরি করার চিন্তা না করে।

30. வாய்மை

বায়্মৈ - সত্যা

வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
தீமை இலாத சொலல். (குறள் 291)

বায়্মৈ এ᳔ন্প্টুবতু য়াতে᳔নিন্ য়াতো᳔ন্ড্রুম্
তীমৈ ইলাত চো᳔লল্. (কুড়ল্ 291)

সত্য যাকে বলা হয় তা হল এমন একটি শব্দ যা অন্যের ক্ষতি না করাই বলা।

31. வெகுளாமை

বে᳔কুল়ামৈ - রাগ না করা

தன்னைத்தான் காக்கின் சினம்காக்க காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லும் சினம். (குறள் 305)

তন্নৈন়্তান্ কাক্কিন্ চিন়্ম্কাক্ক কাবাক্কাল্
তন্নৈন়য়ে কো᳔ল্লুম্ চিন়ম্. (কুড়ল্ 305)

যদি কেউ নিজেকে রক্ষা করতে চায় তবে রাগ থেকে নিজে রক্ষা করতে হবে। যদি রক্ষা না করে তবে নিজেকে রাগ হত্যা করবে।

32. இன்னா செய்யாமை

ইন়্না চে᳔য়্যামৈ - ক্ষতি না করা

இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயம் செய்து விடல். (குறள் 314)

ইন়্নাচে᳔য়্ তারৈ ও᳔রুত্তল্ অবর্নাণ
নন়্ন়য়ম্ চে᳔য়তু বিটল্. (কুড়ল্ 314)

যে ব্যক্তি নিজেকো ক্ষতি করে তাকে শাস্তি না দিয়ে তার সাথে ভাল ব্যবহার করে যাতে সে ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে যাবে।

33. கொல்லாமை

কো᳔ল্লামৈ - অহিংসা

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர்
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. (குறள் 322)

পকুত্তুণ্টু পল্লুয়িৰ্ ওম্পুতল্ নূলোৰ্
তো᳔কুত্তবৰ্ৱুল্ এ᳔ল্লাম্ তলৈ. (কুড়ল্ 322)

অনেকের সাথে খাবার ভাগ করে খাওয়া এবং নিজের দ্বারা অনেকের জীবন রক্ষা করা দার্শনিকদের দ্বারা সংবলিত গুণাবলীর মধ্যে সেরা।

34. நிலையாமை

নিলৈয়ামৈ - অনিত্যতা

நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை உடைத்திவ் வுலகு. (குறள் 336)

নে᳔রুনল্ উল্নো᳔রুবন্ ইন্ৰিল্লৈ এ᳔ন্নুম্
পে᳔রুমৈ উটৈত্তিব্ বুলকু. (কুড়ল্ 336)

এই পৃথিবীর গর্বের কথা যে গতকাল যে ব্যক্তি বেঁচে ছিল সে আজ আর নেই।

35. துறவு

তুরবু - সন্যাস

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு. (குறள் 350)

পৰ্ৱুক পৰ্ৱৰ্ৱান্ পৰ্ৱিনৈ অপ্পৰ্ৱৈপ্
পৰ্ৱুক পৰ্ৱু বিটৰ্কু. (কুড়ল্ 350)

এই জগতের আসক্তি ত্যাগ করার জন্য আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সংযুক্ত হতে হবে, যার কোন আসক্তি নেই।

36. மெய்யுணர்தல்

মে᳔য়্যুণর্তল্ - সত্যের উপলব্ধি

எப்பொருள் எத்தன்மைத்து ஆயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. (குறள் 355)

এ᳔প্পো᳔রুল্ এ᳔ত্তন্মৈত্তু আয়িনুম্ অপ্পো᳔রুল্
মে᳔য়্যেপ্পা᳔রুল্ কাণ্পতু অরিবু. (কুড়ল্ 335)

বস্তুর প্রকৃতি যাই হোক, তার সত্য অর্থ দেখাই জ্ঞান বলা হয়।

37. அவா அறுத்தல்

অবা অরুত্তল্ - ইচ্ছা দূর করা

அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும்எஞ் ஞான்றும்
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து. (குறள் 361)

অবাএ᳔ন্প এ᳔ল্লা উয়িৰ্ক্কুম্এ᳔ঞ্ ঞান্রুম্
তবাঅপ্ পিরপ্পীনুম্ বিত্তু. (কুড়ল্ 361)

কথিত আছে যে সকল যুগে সকল জীবেরই জন্মের বীজ হিসাবে কামনা থাকে।

38. ஊழ்

ঊয়্ – ভাগ্য

ஊழின் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினும் தான்முந் துறும். (குறள் 380)

ঊয়িন্ পে᳔রুবলি য়াবুল্ মৱ্রো᳔ন্রু
চূয়িনুম্ তান্মুন্ তুরুম্. (কুড়ল্ 380)

ভাগ্যের চেয়ে বড় শক্তি আর কি আছে? ভাগ্যকে বাদ দিতে অন্য শক্তি খুঁজলেও ভাগ্য নিজেই এগিয়ে আসবে।

2
பொருட்பால்
পো ̄রুট্পাল্ - অর্থের বিভাগ

39. இறைமாட்சி

ইর়ৈমাট্চি - রাজার মহত্ব

முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென்று வைக்கப் படும். (குறள் 388)

মুর়ৈচে ̄য়তু কাপ্পাৱ্রুম্ মন্ন়বন্ মক্কট্কু
ইর়ৈয়ে ̄ন্ু ৱৈক্কপ্ পটুম্. (কুড়ল্ 388)

যে রাজা নিয়মিত শাসন করেন এবং জনগণের রক্ষা করেন তিনি জনগণের কাছে দেবতা হিসাবে সম্মানিত হবেন।

40. கல்வி

কল্ৱি – শিক্ষা

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக. (குறள் 391)

কর়ুক কচটর়ক্ কর়ুপৱৈ কর়ুপিন়্
নির়ুক অতর়ুকুত্ তক. (কুড়ল্ 391)

বইগুলো শিখবার সময় অপরাধবোধ ছাড়াই শিখতে হবে এবং শেখার পর সে অনুয়ায়ী জীবনে অনুসরণ করতে হবে।

41. கல்லாமை

কল্লামৈ – অশিক্ষা

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல்
கற்றாரோடு ஏனை யவர். (குறள் 410)

বিলঙ্কো ̄টু মক্কল্ অন়ৈয়র্ ইলঙ্কুনূল্
কর়ারোটু এন়ৈ য়বর্. (কুড়ল্ 410)

যারা জ্ঞান প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বই আধ্যয়ন না করে, তারা পশুর মত। এবং যারা আধ্যয়ন করে তারাই মানুষ।

42. கேள்வி

কেল্বি– শ্রবণ

செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்
செல்வத்துள் எல்லாம் தலை. (குறள் 411)

চে᳔ল্বত্তুল্ চে᳔ল্বম্ চে᳔বিচ্চে᳔ল্বম্ অচ্চে᳔ল্বম্
চে᳔ল্বত্তুল্ এ᳔ল্লাম্ তলৈ. (কুড়ল্ 411)

শ্রবণ দ্বারা অর্জিত জ্ঞান সমস্ত সম্পদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

43. அறிவுடைமை

অরিবুটৈমৈ - জ্ঞানের দখল

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. (குறள் 423)

এ᳔প্পো᳔রুল্ য়ার্যার্বায়ক্ কেট্পিনুম্ অপ্পো᳔রুল্
মে᳔য়্প্পো᳔রুল্ কাণ্পতু অরিবু. (কুড়ল্ 423)

জ্ঞান হল যে কোন বিষয় যে কোন মুখ থেকে শোনা আর সেই বিষয়ে সত্য কথা জানার ক্ষমতা।

44. குற்றங்கடிதல்

কুর়ঙ্কটিতল্ - অপরাধবোধ দূরীকরণ

தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றம் காண்கிற்பின்
என்குற்றம் ஆகும் இறைக்கு. (குறள் 436)

তন্কুর়ম্ নীক্কিপ্ পির়র্কুর়ম্ কাণ্কিরূপিন্
এ᳔ন্কুর়ম্ আকুম্ ইর়ৈক্কু. (কুড়ল্ 436)

যে রাজা নিজের কাছে যা অপরাধবোধ আছে তা দূর করে তারপর অন্যের অপরাধ পরীক্ষা করেন, তার কি কোন অপরাধ হবে?

45. பெரியாரைத் துணைக்கோடல்

পে ரিয়ারৈত্ তুণৈক্কোটল্ - প্রবীণদের সাহায্য নেওয়া

இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பார் இலானும் கெடும். (குறள் 448)

ইটিপ্পারৈ ইল্লাত এমরা মন্নন্
কে টুপ্পার্ ইলানুম্ কে টুম্. (কুড়ল্ 448)

একটি অনিরাপদ রাজা যা একটি প্রবীণদের সমর্থন করে না যিনি মন্দ দেখলে তাকে তিরস্কার করেন, কেউ এ রাজাকে লুণ্ঠন না করলেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে লুণ্ঠন হয়ে যাবে।

46. சிற்றினம் சேராமை

চিৱ্ৱিন্ম্ চেরামৈ - খারাপ প্রজাতি রাখবেন না

நிலத்தியல்பால் நீர்திரிந்து அற்றாகும் மாந்தர்க்கு
இனத்தியல்ப தாகும் அறிவு. (குறள் 452)

নিলত্তিয়ল্পাল্ নীর্তিরিন্তু অৱ্ৱাকুম্ মান্তর্ক্কু
ইন্ত্তিয়ল্প তাকুম্ অরিবু. (কুড়ল্ 452)

জল যে ভূমির অন্তর্গত তার প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্তিত হয় একইভাবে, মানুষদের জ্ঞান তাদের যে প্রজাতি তার প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্তিত হয়।

47. தெரிந்து செயல்வகை

তে রিন্তু চে য়ল্ৱকৈ - কর্ম বিশ্লেষণের ক্ষমতা

எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு. (குறள் 467)

এ ণ্ণিত্ তুণিক করুমম্ তুণিন্তপিন্
এ ণ্ণুবম্ এ ন্নপতু ইষুক্কু. (কুড়ল্ 467)

একজনকে সতর্কতার বিবেচনা করার পরেই একটি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কাজ শুরু করার পর "এর বিবেচণা করা যাক" ভাবা অপরাধ।

48. வலியறிதல்

বলিয়রিতল্ - দক্ষতার জ্ঞান

வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
துணைவலியும் தூக்கிச் செயல். (குறள் 471)

বিনৈবলিয়ুম্ তন্‌ৱলিয়ুম্ মাৱ্‌রান্ বলিয়ুম্
তুণৈবলিয়ুম্ তূক্কিচ্ চে য়ল্. (কুড়ল্ 471)

কর্মের শক্তি, নিজের শক্তি, শত্রুর শক্তি, এবং সঙ্গীর শক্তি তদন্ত করে একটি কর্ম সম্পাদন করা উচিত।

49. காலமறிதல்

কালমরিতল্ - সময়ের জ্ঞান

கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து. (குறள் 490)

কো ক্কো ক্ক কূম্পুম্ পরুবত্তু মর়্‌তন্
কুত্তো ক্ক চীর্ত্ত ইটত্তু. (কুড়ল্ 490)

একজনকে সঠিক সময় না হওয়া পর্যন্ত একটি সারসের মত অপেক্ষা করতে হবে। সময় হলে, করণীয় কাজটি অবিলম্বে করা উচিত, যেমন সেই সারস মাছকে ছুরি করে।

50. இடனறிதல்

ইটন়রিতল্ - স্থানের জ্ঞান

நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
நீங்கின் அதனைப் பிற. (குறள் 495)

নে টুম্পুন়লুল্ বে ল্লুম্ মুতলৈ অটুম্পুন়লিন্
নীঙ্কিন্ অতনৈপ্ পির়. (কুড়ল্ 495)

কুমির যখন গভীর জলে থাকে, তখন অন্য প্রাণীদের সাথে লড়াই করে পরাজিত করে, কিন্তু কুমিরটি যদি জল ছেড়ে ভূমিতে আসে, অন্য প্রাণীরা তাকে পরাজিত করবে।

51. தெரிந்து தெளிதல்

তে᳔রিন্তু তে᳔ল়িতল্ - তদন্তের মাধ্যমে স্পষ্টতা

குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல். (குறள் 504)

কুণম্নাটিক্ কুর়ুমুম্ নাটি অবর়ুল্
মিকৈনাটি মিক্ক কো᳔ল্. (কুড়ল্ 504)

একজন ব্যক্তির গুণাবলী এবং অপরাধগুলি তদন্ত করা উচিত এবং উভয়ের মধ্যে সেরাটি খুঁজে বাইর করা এবং সেই অনুয়ায়ী তার সাথে আচরণ করা উচিত।

52. தெரிந்து வினையாடல்

তে᳔রিন্তু বিনৈয়াটল্ - তদন্তের মাধ্যমে নিয়োগ

இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல். (குறள் 517)

ইতনৈ ইতনাল্ ইবন়ুমুটিক্কুম্ এ᳔ন়্ায়ন্তু
অতনৈ অবন়ুকণ্ বিটল্. (কুড়ল্ 511)

এই কাজ, এই উপায়ে এর দ্বারা করতে সক্ষম বলে মনোযোগ সহকারে চিন্তা করে তারপর সেই কাজটি সেই ব্যক্তির হাতে অর্পন করা উচিত।

53. சுற்றந்தழால்

চুর়ন্তয়াল্ - আত্মীয়দের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবন

காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்
அன்னநீ ரார்க்கே உள. (குறள் 527)

কাক্কৈ করবা করৈন্তুণ্ণুম্ আক্কমুম্
অন়ুন়নী রার্ক্কে উল়্. (কুড়ল্ 527)

যখন একটি কাক খাবার দেখে, সে তার প্রজাতিকে ডেকে অবিলম্বে খাওয়ার প্রবণতা থাকে। যে মানুষের এমন স্বভাব আছে তার অনেক আত্মীয় থাকবে।

54. பொச்சாவாமை

পো¯চ্চাবামৈ - কর্তব্য অ - বিস্মৃতি

முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான் தன்பிழை
பின்னூறு இரங்கி விடும். (குறள் 535)

মুন্নুরক্ কাবাতু ইষুক্কিয়ান্ তন্পিষৈ
পিন্নূরু ইরঙ্কি বিটুম্. (কুড়ল্ 535)

কষ্ট আসার আগে যে রক্ষা করতে ভুলে গেছে, সে কষ্ট আসার পর নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হবে।

55. செங்கோன்மை

চে¯ঙ্কোন্মৈ – সুশাসন

வான்நோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோல்நோக்கி வாழும் குடி. (குறள் 542)

বান্নোক্কি বাষুম্ উলকে¯ল্লাম্ মন্নবন্
কোল্নোক্কি বাষুম্ কুটি. (কুড়ল্ 542)

পৃথিবীর সমস্ত জীব যেমন বৃষ্টির পবিত্রতার প্রত্যাশায় বাস করে, তেমনি প্রজারা বাস করে রাজার সুশাসন বলা রাজদণ্ডের প্রত্যশায়।

56. கொடுங்கோன்மை

কো¯টুঙ্কোন্মৈ - অত্যাচারী শাসন

அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண் ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை. (குறள் 555)

অল্লর্পট্টু আর়াতু অষুতকণ্ ণীরন্রে.
চে¯ল্বত্তৈত্ তেয়্ক্কুম্ পটৈ. (কুড়ল্ 555)

অত্যাচারী শাসনকে সহ্য করতে না পেরে কষ্টভোগী মানুষের চোখের জল এমন যুদ্ধের অস্ত্র হয়ে সেই রাজার সম্পদ ধ্বংস করবে।

57. வெருவந்த செய்யாமை

বে᳚রুবন্ত চে᳚য়্যামৈ - শাস্তিতে নিষ্ঠুরতা অভাব

தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து. (குறள் 561)

তক্কাঙ্কু নাটিত্ তলৈচ্চে᳚ল্লা বণ্ণত্তাল্
ও᳚ত্তাঙ্কু ও᳚রুপ্পতু বেন্তু. (কুড়ল্ 561)

রাজার দায়িত্ব একজন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত অপরাধের যথাযথ তদন্ত করা এবং অপরাধ অনুসারে তাকে শাস্তি দেওয়া যাতে সে সেই অপরাধ পুনরাবৃত্তি না করা।

58. கண்ணோட்டம்

কণ্ণোট্টম্ - করুণাময়ের দৃষ্টি

பெயக்கண்டும் நஞ்சுண்டு அமைவர் நயத்தக்க
நாகரிகம் வேண்டு பவர். (குறள் 580)

পে᳚য়ক্কণ্টুম্ নঞ্চুণ্টু অমৈবর্ নয়ত্তক্ক
নাকরিকম্ বেণ্টু পবর্. (কুড়ল্ 580)

যে প্রবীণরা সকলের প্রতি সদয় হওয়ার সভ্যতায় অভ্যস্ত তারা পরিচিত ব্যাক্তিরা বিষ দিলেও তা পান করে সেটা সহ্য করবে।

59. ஒற்றாடல்

ও᳚র়ৃটল্ - গুপ্তচরদের প্রয়োগ

ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும்
தெற்றென்க மன்னவன் கண். (குறள் 581)

ও᳚ব্রুম্ উরৈচান্র নূলুম্ ইবৈয়িরণ্টুম্
তে᳚ৱ্রে᳚ন্ক মন্নবন্ কণ্. (কুড়ল্ 581)

রাজার উচিত যে গুপ্তচর এবং বিখ্যাত বইগুলোকে তার দুই চোখ হিসাবে বিবেচনা করা।

60. ஊக்கமுடைமை

উক্কমুটৈমৈ - উদ্যমের দখল

வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு. (குறள் 595)

বে॑ল্লত্ তন়ৈয় মলর্নীট্টম্ মান্তর্তম্
উল্লত্ তন়ৈয়তু উয়র্বু. (কুড়ল্ 595)

যতটা জলের উচ্চতা থাকবে, ততটাই ফুলের কাণ্ডের উচ্চতা হবে। একইভাবে অন্তরে যতটা উদ্যম থাকবে ততটাই জীবনে উত্থান হবে।

61. மடியின்மை

মটিয়িন়ৈম - অলসতার অনুপস্তিতি

நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்
கெடுநீரார் காமக் கலன். (குறள் 605)

নে॑টুনীর্ মর়বি মটিতুয়িল্ নান়্কুম্
কে॑টুনীরার্ কামক্ কলন়্. (কুড়ল্ 605)

অলসতা বিলম্ব বিস্মৃতি এবং অতিরিক্ত ঘুম এই চারটি নৌকা যা একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংস করার জন্য যাত্রা করে।

62. ஆள்வினையுடைமை

আলি়ন়ৈয়ুটৈমৈ - প্রচেষ্টার দখল

அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும். (குறள் 611)

অরুমৈ উটৈত্তে॑ন়ু অচাবামৈ বেণ্টুম্
পে॑রুমৈ মুয়র়ুচি তরুম্. (কুড়ল্ 611)

যে কোন কাজ কে অসম্ভব ভেবে উৎসাহ হারানো উচিত নয়। প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করার ক্ষমতা পাওয়া যায়।

63. இடுக்கணழியாமை

ইটুক্কণষিয়ামৈ - প্রতিকুলে মনোবল অমরত্ব

இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வது அஃதொப்பது இல். (குறள் 621)

ইটুক্কণ্ বরুঙ্কাল্ নকুক অতনৈ
অটুত্তূর্বতু অঃ'তো᳔প্পতু ইল্. (কুড়ল্ 621)

যখন প্রতিকুল আসে তখন হাসবেন। প্রতিকুল কাটিয়ে ওঠার এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই।

64. அமைச்சு

অমৈচ্চু - মন্ত্রীর লক্ষণ

கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு. (குறள் 631)

করুবিয়ুম্ কালমুম্ চে᳔য়্কৈয়ুম্ চে᳔য়্যুম্
অরুবিনৈয়ুম্ মাণ্টতু অমৈচ্চু. (কুড়ল্ 631)

সর্বোত্তম মন্ত্রী হলেন, তিনি যিনি কর্মের জন্য উপযুক্ত উপকরণ, উপযুক্ত সময়, কর্মের ধরন এবং করণীয় কাজ করতে সক্ষম।

65. சொல்வன்மை

চো᳔ল্বন্নৈম – বাগ্মিতা

சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை
வெல்லும்சொல் இன்மை அறிந்து. (குறள் 645)

চো᳔ল্লুক চো᳔ল্লৈপ্ পিরিতোর্চো᳔ল্ অচ্চো᳔ল্লৈ
বে᳔ল্লুম্চো᳔ল্ ইন্নৈম অরিন্তু. (কুড়ল্ 645)

একটি শব্দ যখন এমন কোনো অন্য শব্দ দ্বারা প্রতিহত হয় না বা যাকে অন্য শব্দ দ্বারা পরাজিত করা যায় না, তখন সেই শব্দটিকে নিশ্চিত হয়ে বলা উচিত।

66. வினைத்தூய்மை

বিনৈত্তূয়্মৈ - ক্রিয়া বিশুদ্ধতা

ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினும் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை. (குறள் 656)

ঈন্রাল্ পচিকাণ্পান্ আয়িনুম্ চে᳔য়র্ক
চান্রোর্ পষিক্কুম্ বিনৈ. (কুড়ল্ 656)

জন্ম দিয়েছে সেই মায়ের ক্ষুধা দেখলেও প্রাপ্তবয়স্করা যে কাজ না করতে বলে তা করা উচিত নেই।

67. வினைத்திட்பம்

বিনৈত্তিট্পম্ - কর্মের দৃঢ়তা

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின். (குறள் 666)

এ᳔ণ্ণিয় এ᳔ণ্ণিয়াঙ্কু এ᳔য়তুপ এ᳔ণ্ণিয়ার্
তিণ্ণিয়র্ আকপ্ পে᳔রিন্. (কুড়ল্ 666)

যদি যাদের ইচ্ছা তা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় তবে তাদের কর্ম ইচ্ছামত সফল হবে।

68. வினைசெயல்வகை

বিনৈচে᳔য়ল্বকৈ - কাজ ক্রিয়া পদ্ধতি

தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை. (குறள் 672)

তূঙ্কুক তূঙ্কিচ্ চে᳔য়র্পাল তূঙ্কর্ক
তূঙ্কাতু চে᳔য়্যুম্ বিনৈ. (কুড়ল্ 672)

যে কাজগুলি স্থগিত করা উচিত তা স্থগিত করতে হবে এবং যে কাজগুলি জরুরীভাবে করা উচিত তা স্থগিত করা উচিত নয়।

69. தூது
தூது - தூத

இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவற்கு
உறுதி பயப்பதாம் தூது. (குறள் 690)

ഇറുതി പയപ്പിനുമ് എ൯ഞ്ചാതു ഇറൈവര്കു
ഉറുതി പയപ്പതാമ് തൂതു. (കുഡ്ല് 690)

যে প্রাণ হারানোর ভয় না করে দৃঢ়তার সাথে তার রাজার মঙ্গলের জন্য যা বলতে হয় তা বলেন তিনিই দূত।

70. மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல்
মন্নরৈচ্ চের্ন্তো൯ুকল্ - রাজার সাথে সামঞ্জস্য আচরণ

அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல்க
இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகு வார். (குறள் 691)

അകലാതു അണുകാതു തീക്കായ്വാര് പോല്ക
ഇകല്വേന്തര്ച് ചേര്ന്തൊഴുകു വാര്. (കുഡ്ല് 691)

যারা রাজার উপর নির্ভরশীল জীবনযাপন করেন তারা হওয়া উচিত যে নিজেকে আগুনের শীতল করার মত তাকে খুব দূরে যেতে নেই খুব কাছে আসতে নেই।

71. குறிப்பறிதல்
কুরিপ্পরিতল্ - ইঙ্গিতে জান পাওয়া

அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்
கடுத்தது காட்டும் முகம். (குறள் 706)

അടുത്തതു കാട്ടുമ് പളിങ്കുപോല് നെ൯ഞ്ചമ്
കടുത്തതു കാട്ടുമ് മുകമ്. (കുഡ്ല് 706)

একটি আয়না তার পাশের একটি বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখায় সেই আয়নার মত মুখটা স্পষ্টভাবে হৃদয়ের চিন্তাকে দেখাবে।

72. அவையறிதல்

অবৈয়রিতল্ - সভার প্রকৃতি জানা

அவையறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
தொகையறிந்த தூய்மை யவர். (குறள் 711)

অবৈয়রিন্তু আরায়ন্তু চো ল্লুক চো ল্লিন্
তো কৈয়রিন্ত তূয়্মৈ য়বর্. (কুড়ল্ 711)

বিশুদ্ধ বুদ্ধিমান যারা শব্দগুলিকে সংগঠিত করতে এবং কথা বলার ক্ষমতা রাখেন তাদের মণ্ডলীর প্রকৃতি জেনে এবং তদন্ত করে কথা বলতে হবে।

73. அவையஞ்சாமை

অবৈয়ঞ্চামৈ - সভাকে নির্ভীকতা

கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
கற்ற செலச்சொல்லு வார். (குறள் 722)

কর়্রারুল্ কর়্রার্ এ ন়্প্পটুবর্ কর়্র্মুন্
কর়্র চে লচ্চো ল্লু বার্. (কুড়ল্ 722)

যারা কথা বলতে পারে যাতে তাদের শিক্ষিত ধারণাগুলি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে ছাপ দিতে পারে তারা বিদ্বানদের মধ্যে বিশিষ্ট বিদ্বান বলে বিবেচিত হবে।

74. நாடு

নাটু - দেশ

பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
அணியென்ப நாட்டிற்கிவ் வைந்து. (குறள் 738)

পিণিয়িন়্মৈ চে ল্বম্ বিল়ৈবিন়্পম্ এমম্
অণিয়ে ন়্প নাট্টির়্কিব্ বৈন্তু. (কুড়ল্ 738)

রোগের অনুপস্থিতি, সম্পদ, উৎপাদন, আনন্দ এবং নিরাপত্তা হল একটি দেশের পাঁচটি অলঙ্কার।

75. அரண்

অরণ্ – দুর্গ

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழல்
காடும் உடையது அரண். (குறள் 742)

মণিনীরুম্ মণ্ণুম্ মলৈয়ুম্ অণিনিষ্‌ল্
কাটুম্ উটৈয়তু অরণ্. (কুড়ল্ 742)

স্বচ্ছ জল, খোলা মাটি, একটি উঁচু পাহাড় এবং সসুন্দর ছায়াযুক্ত একটি বন এই চারটি প্রাকৃতিক উপাদানের সম্মিলিত রূপই একটি সুরক্ষিত দূর্গের ভিত্তি।

76. பொருள்செயல்வகை

পো ুরুল্চে য়ল্বকৈ - বস্তু তৈরির ধরন

செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும்
எஃகுஅதனிற் கூரியது இல். (குறள் 759)

চে য়্ক পো রুল্চ্ চে রুনর্ চে রুক্করুক্কুম্
এ ঃ'কুঅতনি্র কূরিয়তু ইল্. (কুড়ল্ 759)

শত্রুদের অহংকার বিনাশের ধারালো অস্ত্র যেহেতু বস্তুগত ব্যতিত আর কিছুই নয়, তাই নিজের জন্য বস্তুর সন্ধান করা উচিত।

77. படைமாட்சி

পটৈমাচ্চি - সেনাবাহিনীর মহত্ব

மறம்மானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்
எனநான்கே ஏமம் படைக்கு. (குறள் 766)

মরম্মান্ম্ মাণ্ট বষিচ্চে লবু তের্ম্
এ ন্নানে্ক এমম্ পটৈক্কু. (কুড়ল্ 766)

বীরত্ব, সম্মানবোধ, আগে যারা পরাক্রমশালী ছিল তাদের পথ অনুসরণ করা এবং রাজার বিশ্বাস যোগ্য হয়ে থাকা এই চারটি গুণ সেনাবাহিনীকে নিরাপত্তা হয়।

78. படைச்செருக்கு

পটৈচ্চে ৎরুক্কু - সেনাবাহিনীর গর্ব

பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன்று உற்றக்கால்
ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு. (குறள் 773)

পেরাণ্মৈ এ ন্নপ তরুকণ্ও ন্নু উর়ক্কাল্
ঊরাণ্মৈ মর়্তন্ এ ঃ কু. (কুড়ল্ 773)

প্রবীণরা বলেন, শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং নির্ভয়ে যুদ্ধ করার সাহসিকতা মহা পুরুষত্ব এবং শত্রু বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করার পুরুষত্ব তার চেয়েও উত্তম।

79. நட்பு

নট্পু – বন্ধুত্ব

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு. (குறள் 788)

উটুক্কৈ ইৱ়ন্তবন্ কৈপোল আঙ্কে
ইটুক্কণ্ কৰ়ৈবতাম্ নট্পু. (কুড়ল্ 788)

সর্বোচ্চ বন্ধুত্ব সেটাই যেমন একটি হাত যে কাপড় পড়ে গেলে ধরতে ছুটে যায় সেইভাবে বন্ধু বিপদে পড়লে অবিলম্বে সাহায্য করা।

80. நட்பாராய்தல்

নট্পারায়তল্ - বন্ধুত্ব গবেষণা

கேட்டினும் உண்டுஓர் உறுதி கிளைஞரை
நீட்டி அளப்பதோர் கோல். (குறள் 796)

কেট্টিনুম্ উণ্টুওর্ উরুতি কিৰ়ৈঞরৈ
নীট্টি অৰ়প্পতোর্ কোল্. (কুড়ল্ 796)

এমনকি একজন তার জীবনে কষ্ট পাওয়া ভাল কারণ এটি একটি বন্ধু বন্ধুত্বের যোগ্য কিনা তা পরিমাপ করার একটি সুযোগ।

81. பழைமை

পয়ৈমৈ - প্রাচীনতা

பழைமை எனப்படுவது யாதெனின் யாதும்
கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு. (குறள் 801)

পয়ৈমৈ এ॰ন়প্পটুবতু য়াতে॰নিন়্ য়াতুম্
কিয়্মৈয়ৈক্ কীয়্ন্তিটা নট্পু. (কুড়ল্ 801)

বন্ধুত্বের অধিকার নষ্ট না করে সংরক্ষিত বন্ধুত্বেকে প্রাচীনতা বলা হয়।

82. தீநட்பு

তীনট্পু - মন্দ বন্ধুত্ব

கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு. (குறள் 819)

কন়বিনুম্ ইন়্ন়াতু মন়্নো বিন়ৈবেরু
চো॰ল্বেরু পট্টার্ তো॰র্পু. (কুড়ল্ 819)

যে ব্যক্তি যার কথার এবং কাজের মধ্যে কোন সংযোগ নেই, তাঁর সাথে বন্ধুত্ব শুধুমাত্র চেতনায় নয় স্বপ্নেও ভোগান্তি দিয়ে দেবে।

83. கூடாநட்பு

কূটানট্পু - বেমানান বন্ধুত্ব

தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார்
அழுதகண் ணீரும் அனைத்து. (குறள் 828)

তো॰ষুতকৈ য়ুল্লুম্ পটৈয়ো॰টুঙ্কুম্ ও॰ন়্ন়ার্
অষুতকণ্ ণীরুম্ অন়ৈত্তু. (কুড়ল্ 828)

হত্যার হাতিয়ার লুকিয়ে থাকবে শত্রুর প্রার্থনার হাতের মধ্যে, আর শত্রুর কান্নাও তাই।

84. பேதைமை

পেতৈমৈ – অজ্ঞতা

பேதைமை என்பதுஒன்று யாதெனின் ஏதம்கொண்டு
ஊதியம் போக விடல். (குறள் 831)

পেতৈমৈ এ॰ন্পতুও॰ন্ন য়াতে॰নিন্ এতম্কো॰ণ্টু
ঊতিয়ম্ পোক বিটল্. (কুড়ল্ 831)

খারাপকে আঁকড়ে ধরে রাখা এবং ভালকে ত্যাগ করাটিকে অজ্ঞতা বলে।

85. புல்லறிவாண்மை

পুল্লরিবাণ্মৈ - তুচ্ছ জ্ঞানের ব্যক্তিত্ব

உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான் வையத்து
அலகையா வைக்கப் படும். (குறள் 850)

উলকত্তার্ উণ্টে॰ন্পতু ইল্লে॰ন্পান্ বৈয়ত্তু
অলকৈয়া বৈক্কপ্ পটুম্. (কুড়ল্ 850)

পৃথিবীর বড়রা যাকে "আছে" বলে তাকে তুচ্ছ জ্ঞানের ব্যক্তি তার অজ্ঞতার কারণে "না" বলবে। তাই বিশ্ব তাকে ভূত বলে মনে করবে এবং তাকে দূরে রাখবে।

86. இகல்

ইকল্ - শত্রুতা

இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்
பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய். (குறள் 851)

ইকলে॰ন্প এ॰ল্লা উয়িৰ্ক্কুম্ পকলে॰ন্নুম্
পণ্পিন্নৈম পারিক্কুম্ নোয়্. (কুড়ল্ 851)

পণ্ডিতরা শত্রুতা নামে সকল জীব অন্য জীবের সাথে সহবাস না করার খারাপ চরিত্রের বিকাশের অপরাধকে উল্লেখ করেছেন।

87. பகைமாட்சி

পকৈমাট্চি - শত্রুতার বিশেষ

வலியார்க்கு மாறுஏற்றல் ஓம்புக ஓம்பா
மெலியார்மேல் மேக பகை. (குறள் 861)

বলিয়ার্ক্কু মারুএর়ল্ ওম্পুক ওম্পা
মে᳔লিয়ার্মেল্ মেক পকৈ. (কুড়ল্ 861)

যে নিজের থেকে শক্তিশালী তার বিরোধিতা করা এড়িয়ে চলা উচিত। যে নিজের থেকে দুর্বল তার সাথে শত্রুতা চালিয়ে যেতে ইচ্ছা করা উচিত।

88. பகைத்திறம் தெரிதல்

পকৈত্তিরম্ তে᳔রিতল্ - শত্রুতার শক্তি জানা

பகையென்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்
நகையேயும் வேண்டற்பாற்று அன்று. (குறள் 871)

পকৈয়ে᳔ন্নুম্ পণ্পি লতনৈ ও᳔রুবন্
নকৈয়েয়ুম্ বেণ্টর়ুপার়ু অন্রু. (কুড়ল্ 871)

এমন কোনও কাজে লিপ্ত হওয়া উচিত নয় যা ক্ষতি করতে পারে, যাকে শত্রুতা বলা হয়, এমনকি মজা করার জন্য বা খেলার জন্যও।

89. உட்பகை

উট্পকৈ - অভ্যন্তরীণ শত্রুতা

உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்
பாம்போடு உடனுறைந் தற்று. (குறள் 890)

উটম্পাটু ইলাতবর্ বাষ্ক্কৈ কুটঙ্করুল্
পাম্পোটু উটনুর়ৈন্ তর়ু. (কুড়ল্ 890)

মনের ঐক্য ছাড়া একজন অপরের সঙ্গে এক সাথে বসবাস করা একটি কুঁড়েঘরে সাপের সঙ্গে একসাথে বসবাস করার মত।

90. பெரியாரைப் பிழையாமை

পে ரিয়ারৈপ্ পিষৈয়ামৈ - বড়দের অবজ্ঞা না করা

பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால்
பேரா இடும்பை தரும். (குறள் 892)

পে রিয়ারৈপ্ পেণাতু ও ষুকিন্ পে রিয়ারাল্
পেরা ইটুম্পৈ তরুম্. (কুড়ল্ 892)

যদি প্রবীণদের সম্মান না করা হয় তবে এটি এমন দুর্যোগের দিকে পরিচালিত করবে যা সেই প্রবীণ দ্বারাও দূর হবে না।

91. பெண்வழிச் சேறல்

পে ণ্ৱষিচ্ চেরল্

மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினைவிழைவார்
வேண்டாப் பொருளும் அது. (குறள் 901)

মনৈবিষৈবার্ মাণ্পয়ন্ এ য়তার্ বিনৈবিষৈবার্
বেণ্টাপ্ পো রুলুম্ অতু. (কুড়ল্ 901)

যে তার স্ত্রীকে ভালবাসে এবং তার কথা শোনে সে সর্বোত্তম উপকার পাবে না। যারা আমল পূর্ণ করতে চায় তাদের জন্য স্ত্রীর কথা শোনাও অবাঞ্ছিত।

92. வரைவின் மகளிர்

বরৈবিন্ মকলির্ – সাধারণ - মহিলা

அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார்
இன்சொல் இழுக்குத் தரும். (குறள் 911)

অনিপন্ বিষৈয়ার্ পো রুলিৱৈয়ুম্ আয়ৈতো টিয়ার্
ইন্নৈচা ল্ ইষুক্কুত্ তরুম্. (কুড়ল্ 911)

নির্বাচিত চুড়ি পরা একজন সাধারণ-মহিলার ভালবাসা ছাড়া মিষ্ট কথা, একজনের কেবল বস্তুগত চান অবখ্যাতি নিয়ে আসবে।

93. கள்ளுண்ணாமை

কল্লুণ্ণামৈ - মদ পান না করা

கள்ளுண்ணாப் போழ்தில் களித்தானைக் காணுங்கால்
உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு. (குறள் 930)

কল্লুণ্ণাপ্ পোষ্তিল্ কলিত্তান়ৈক্ কাণুঙ্কাল্
উল্লান়েকা ল্ উণ্টতন়্ চোর্বু. (কুড়ল্ 930)

যে ব্যক্তি মদ পানে অভ্যস্ত, যখন সে মদ্যপান করেন না তখন সে কি মদ পান করার পর অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকায় না এবং ভাববেন নাকি " মদ খেলে কি এমন হয়"?

94. சூது

চূতু – জুয়া

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
தூண்டில்பொன் மீன்விழுங்கி யற்று. (குறள் 931)

বেণ্টর্ক বে ন্রিট়িনুম্ চূতিন়ৈ বে ন্র়ৃতূউম্
তূণ্টিল্লো ন়্ মীণ্বিষুঙ্কি য়ন্রু. (কুড়ল্ 931)

চাইলেও জুয়াখেলায় জেতার গৌরব নেই; তাই কখনও ডুয়া খেলবেন না। সেটা যেন বঁড়শিতে ধরা মাছ স্বর্ণ গিলবার মতো।

95. மருந்து

মরুন্তু – ঔষধ

மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின்
ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு. (குறள் 945)

মারুপাটু ইল্লাত উণ্টি মরুত্তুণ্ণিন়্
ঊরুপাটু ইল্লৈ উয়িৰ্ক্কু. (কুড়ল্ 945)

শরীরের সাথে মানানসই নয় এমন খাবার বর্জন করে পরিমিত পরিমাণে খাবার খেলে রোগের কোনো কষ্ট হয় না।

96. குடிமை

কুটিমৈ - নাগরিকের বৈশিষ্ট্য

இல்பிறந்தார் கண்ணல்லது இல்லை இயல்பாகச்
செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு. (குறள் 951)

ইল্পিরন্তার্ কণ্ণল্লতু ইল্লৈ ইয়ল্পাকচ্
চে᳔প্পমুম্ নাণুম্ ও᳔রুঙ্কু. (কুড়ল্ 951)

গার্হস্থ্য জীবনে নিযুক্ত গৃহস্থ ছাড়া, প্রকৃতিগতভাবে সত্যভাষণ আর লজ্জা – এই দুই একসাথে আর কোথাও থাকে না।

97. மானம்

মান়ম্ – মর্যাদা

மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார்
உயிர்நீப்பர் மானம் வரின். (குறள் 969)

ময়িৰ্নীপ্পিন্ বাষ়াক্ কবরিমা অন়ুন়ার্
উয়িৰ্নীপ্পর্ মান়ম্ বরিন়ু. (কুড়ল্ 969)

একটি বিরল "কবারি মান" বলা প্রজাতির হরিণ যদি তার পশম অপসারণ করে তবে তা বাঁচতে পারবে না একইভাবে উচ্চ পরিবারে জন্মগ্রহণকারীরা মর্যাদা হারানোর অবস্থা গঠিত হলে সে মারা যাবে।

98. பெருமை

পে᳔রুমৈ – গর্ব

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான். (குறள் 972)

পিরপ্পো᳔ক্কুম্ এ᳔ল্লা উয়িৰ্ক্কুম্ চিরপ্পো᳔ব্বা
চে᳔য়েতো᳔ষিল্ বেৱ্ৱুমৈ য়ান়ু. (কুড়ল্ 972)

জন্ম সব জীবের জন্যই সমান। অথচ পেশাগত পার্থক্যের কারণে গর্ব ও ক্ষুদ্রতার বৈশিষ্ট্য কখনও অভিন্ন হয় না।

99. சான்றாண்மை

চান্রাণ্মৈ - শ্রেষ্ঠত্বের ব্যক্তিত্ব

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுசான்றோர்
மாற்றாரை மாற்றும் படை. (குறள் 985)

আর্রুবার্ আর়ল্ পণিতল্ অতুচান্রোর্
মার়ারৈ মার়ুম্ পটৈ. (কুড়ল্ 985)

দক্ষতার সবচেয়ে বড় দক্ষতা হল বিনয়। সেটাই অস্ত্র হয় যা দিয়ে মহাপুরুষরা শত্রুকে বন্ধু বানিয়ে পরিণত করেন।

100. பண்புடைமை

পণ্পুটৈমৈ - চারিত্রিক দখল

அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
மக்கட்பண்பு இல்லா தவர். (குறள் 997)

অরম্পোলুম্ কূর্মৈয় রেনুম্ মরম্পোল্বর্
মক্কট্পণ্পু ইল্লা তবর্. (কুড়ল্ 997)

যাদের মধ্যে ভালো মানুষের গুণাবলীর অভাব রয়েছে তারা উখার মত তীক্ষ্ণ জ্ঞানের ব্যক্তি হলেও তাদের মানবিক চারিত্র না থাকে সে গাছের মত।

101. நன்றியில் செல்வம்

নন্রিয়িল্ চেল্বম্ - উপকার ছাড়া সম্পদ

வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுஉண்ணான்
செத்தான் செயக்கிடந்தது இல். (குறள் 1001)

বৈত্তান়্বায় চান়্ পেরুম্পোরুল্ অঃ'তুউণ্ণান়্
চেত্তান়্ চেয়ক্কিটন্ততু ইল্. (কুড়ল্ 1001)

যদি কেউ প্রচুর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং উপভোগ না করে মারা যায় তবে সেই সঞ্চিত ধন-সম্পদের ব্যবহার কিছুই নেই।

102. நாணுடைமை

নাণুটৈমৈ - লজ্জার দখল

கருமத்தால் நாணுதல் நாணுத் திருநுதல்
நல்லவர் நாணுப் பிற. (குறள் 1011)

করুমত্তাল্ নাণুতল্ নাণুত্ তিরুনুতল্
নল্লবর্ নাণুপ্ পির. (কুড়ল্ 1011)

মন্দ কাজ করতে শরম পাওয়াকে লজ্জার দখল বলে। সুন্দর কপাল ধারণকারী এবং গুণবতী মহিলাদের মন, বাক, কায় এই তীনটি একাত্রতা থেকে স্বাভাবিকভাবেই যে লজ্জা উৎপন্ন হয় তা তার থেকে আলাদা।

103. குடிசெயல்வகை

কুটিচে য়ল্বকৈ - কুটুম্ব উন্নয়ন রীতি

கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்
பெருமையில் பீடுடையது இல். (குறள் 1021)

করুমম্ চে য়ও রুবন্ কৈতূবেন্ এ ন্নুম্
পে রুমৈয়িল্ পীটুটৈয়তু ইল্. (কুড়ল্ 1021)

আমি কুটুম্ব উন্নয়ন পাওয়ার কাজ করা থেকে বিশ্রাম নেব না বলা গর্বের চেয়ে একটি ভাল গর্ব অন্য আর কিছুই নেই।

104. உழவு

উয়বু – কৃষি

சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவே தலை. (குறள் 1031)

চুষন্রুম্এর্প্ পিন্নতু উলকম্ অতন্াল্
উয়ন্তুম্ উয়বে তলৈ. (কুড়ল্ 1031)

নানাভাবে চিন্তা করলেও জানা যাবে, কৃষি পেশাকে অনুসরণ করলেই পৃথিবীর মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। তাই যদিও এটি একটা শ্রমিঘত পেশা, এটি অন্য সব পেশার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।

105. நல்குரவு

নল্কুরবু – দরিদ্রতা

இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையின்
இன்மையே இன்னா தது. (குறள் 1041)

ইন্মৈময়িন্ ইন্নাততু য়াতে᳔নিন্ ইন্মৈময়িন্
ইন্মৈয়ে ইন্না ততু. (কুড়ল্ 1041)

দরিদ্রতার মত নিষ্ঠুরতার কারণ কি তা জিজ্ঞেস করলে দরিদ্রতার মত নিষ্ঠুরতা দরিদ্রতাই, আর কিছুই নেই।

106. இரவு

ইরবু – ভিক্ষা

இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின்
அவர்பழி தம்பழி அன்று. (குறள் 1051)

ইরক্ক ইরত্তক্কার্ক্ কাণিন্ করপ্পিন্
অবর্পয়ি তম্পয়ি অন্রু. (কুড়ল্ 1051)

ভিক্ষা দেওয়ার যোগ্য এমন ব্যক্তির কাছ থেকে ভিক্ষা চাও। যদি সে ভান করে যে তার কিছুই নেই তবে এটি তার দোষ এবং শ্রোতার দোষ নয়।

107. இரவச்சம்

ইরবচ্চম্ - ভিক্ষার ভয়

இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலகியற்றி யான். (குறள் 1062)

ইরন্তুম্ উয়ির্বাষ্তল্ বেণ্টিন্ পরন্তু
কে᳔টুক উলকিয়রি়্ য়ান্. (কুড়ল্ 1062)

যদি একজন শুধুমাত্র ভিক্ষা করে বাঁচতে হয় তবে যিনি এই জগতের পথ দেখান তিনি সর্বত্র ঘুরে বিনষ্ট হোক।

108. கயமை

কয়মৈ - বদমাশতা

மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன
ஒப்பாரி யாம்கண்டது இல். (குறள் 1071)

মক্কলে পোল্বর্ কয়বর্ অবরন্ন্
ওপ্পারি য়াম্কণ্টতু ইল্. (কুড়ল্ 1071)

মানুষের মতই বদমাশ লোকও শারীরিক রূপে দেখতে একই রকম। মানুষের মত এই দ্বিধাবিভক্তি আমার যা দেখা হয়েছিল তা অন্য কোন প্রজাতিতে নয়।